ইমদাদুল হক মিলন

মন ছুঁয়ে যায় ভালবাসা

Masiur69

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মন ছুঁয়ে যায় ভালবাসা

ইমদাদুল হক মিলন

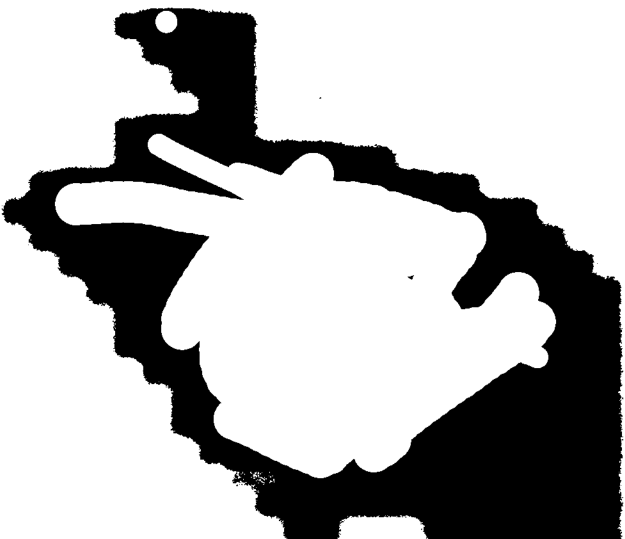

অন্যপ্রকাশ

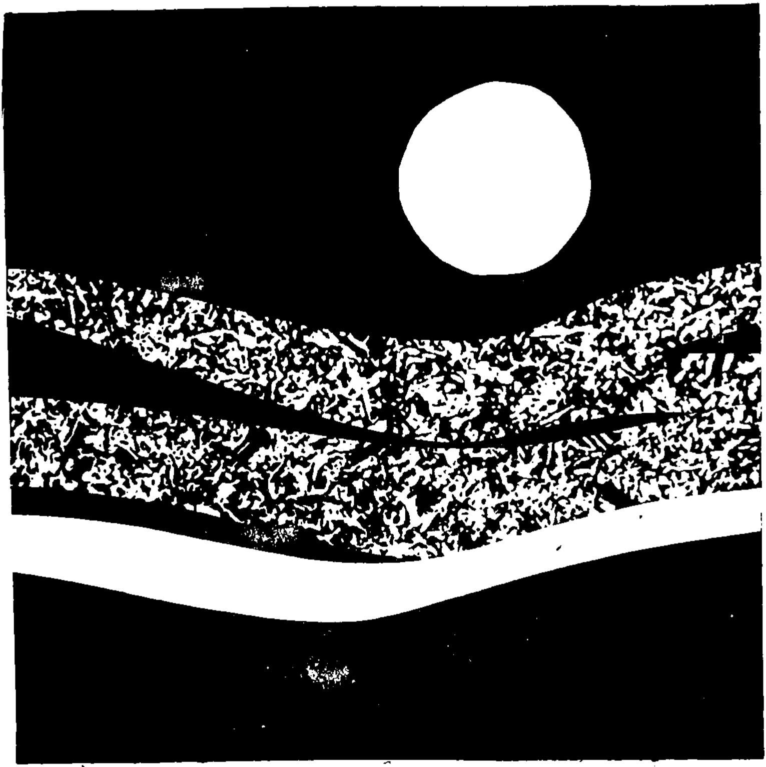

সমুদ্র কোনও কোনও মানুষকে ডাকে।

তোমাকে ডাকছে নাকি?

আমাকে নয়, ডাকছে তোমাকে।

লাবণি তার অপূর্ব সুন্দর চোখ তুলে তাকাল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই গোসল করেছে। এখনও ভেজা ভেজা পবিত্র একটা ভাব রয়ে গেছে চেহারায়।

সিলকের মতো নরম কোমল চুল এত লম্বা লাবণির, কোমর ছাড়িয়ে বেশ অনেক দূর নেমেছে। পেছন দিকটা সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছে।

আজকালকার মেয়েদের এত লম্বা চুল সাধারণত দেখা যায় না। এই চুল লাবণির এক মূল্যবান সম্পদ। এই চুল লাবণির এক বাড়তি সৌন্দর্য। ব্যাপারটা বোঝে বলেই বেশির ভাগ সময় চুলটা ছেড়ে রাখে সে। খোঁপা কিংবা বেণি করে না।

লাবণি এখন পরে আছে সমুদ্র রঙের শাড়ি।

সোনালি জরির কাজ করা সুন্দর চওড়া পাড় শাড়ির। একই রঙের ব্লাউজ পরেছে। ব্লাউজের হাতা শাড়ির পাড়ের মতো।

গলায় বেশ মোটা, চ্যাপটা ধরনের সোনার চেন। কানে সাত পাথরের ফুল। খাড়া ছোট্ট নাকের বাঁদিকে হিরের নাকফুল। একেক হাতে ছটি করে সোনার চুড়ি। বাঁহাতের দুআঙুলে দুটো আংটি পরেছে। আংটি দুটো বেশ সুন্দর।

রাতেরবেলা সব গয়নাই খুলে রেখেছিল লাবণি। সকালবেলা গোসল করার পর পরেছে। গয়না পরার ফলে লাবণিকে যেন আরও বেশি সুন্দর লাগছে। গয়না সবাইকে মানায় না। লাবণিকে মানায়। গয়না পরলে তার সৌন্দর্য অনেকগুণ বেড়ে যায়।

অবশ্য লাবণি এমনিতেই খুব সুন্দর। একহারা গড়ন। পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। চোখ দুটো অসম্ভব সুন্দর, মুখটা অসম্ভব মিষ্টি। সুগঠিত সুন্দর দাঁত মুখে। ফলে লাবণি যখন হাসে চারদিক কেমন উজ্জ্বল হয়ে যায়।

কিন্তু লাবণির গায়ের রঙ ফর্সা নয়। কালো। একেবারেই কালো। কালো বলেই বোধহয় বেশি সুন্দর লাগে তাকে। এই রঙটাই যেন মানিয়েছে তাকে। লাবণি যদি ফর্সা হতো তাহলে বোধহয় এতটা সুন্দর, এতটা মিষ্টি তাকে লাগত না।

লাবণির দুহাত মেহেদির রঙে রাঙান। মেহেদিটা খুব যত্নে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে। আজকালকার শহুরে শিক্ষিতা মেয়েরা পায়ে আলতা পরে না। লাবণি পরে। ফলে তার আলতা রাঙান পা চমৎকার লাগে দেখতে।

হাতের মতো পায়েও লম্বা নখ তার। হাতের মতো পায়ের নখেও লাল নেলপলিশ লাগিয়ে রেখেছে। কপালে পরেছে গোল লাল টিপ। সব মিলিয়ে অপূর্ব সুন্দর লাগছে লাবণিকে। দূর থেকেও গা থেকে তার ভেসে আসছে বউ বউ গন্ধ।

এখন সেই গন্ধটা যেন আরও বেশি করে পেল দিপু।

চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছে লাবণি এজন্যই কি গন্ধটা অমন করে পেল সে!

তবে এই গন্ধ দিপুর খুব প্রিয়। বিয়ের দিন থেকেই এই গন্ধে মুগ্ধ হচ্ছে সে। এখনও হল। কী বলছিল ভুলে গিয়ে দিপু তারপর লাবণির দিকে তাকিয়ে রইল।

লাবণি বলল, কী হল?

দিপু সামান্য চমকাল। কী হবে!

কথা বলছ না কেন?

তোমাকে দেখছি।

আমাকে আবার নতুন করে দেখার কী হল?

প্রতিদিনই নতুন করে দেখি তোমাকে।

তারপরের কথাটা কী বলবে আমি জানি।

কী বল তো?

প্রতিদিনই নতুন লাগে আমাকে।

দিপু হাসল। ঠিক বলেছ।

লাবণিও হাসল। এ এক চালাকি তোমার।

কিসের চালাকি?

এসব বলে খুশি কর আমাকে।

এখন কি তোমাকে খুশি করার দরকার আছে আমার?

আছে না!

না এখন আর নেই। এখন তো তুমি আমার বউ হয়ে গেছো!

তাতে কী হয়েছে?

বউকে সারাক্ষণ খুশি করবার দরকার নেই আমার। আগে ছিল। বিয়ের আগে। যখন তুমি আমার প্রেমিকা ছিলে।

তখন কেন ছিল?

এত সুন্দর একটি মেয়ে তুমি, স্কুল জীবন থেকেই তোমার পেছনে লাগতে

শুরু করেছে ছেলেরা, তারপর কলেজ জীবন, ইউনিভার্সিটি জীবন। চারপাশে এত ভক্ত তোমার! এত প্রেমিক। আমার চে কত যোগ্য ছেলে, কত হ্যান্ডসাম ছেলে তোমার জন্য পাগল। কী জানি কখন আমাকে তুমি ছেড়ে যাও!

একথায় খিলখিল করে হেসে উঠল লাবণি। এজন্য প্রতিদিন নতুন ইত্যাদি বলে খুশি রাখতে!

শুধু তাই নয়, আর একটা কথাও বলতাম। প্রতিদিন যতবার তোমাকে দেখি ততবারই নতুন করে তোমাব প্রেমে পড়ি।

এটা বলতে কেন?

ওই একই কারণে। যাতে অন্য কেউ বলার স্কোপ না পায়।

তার মানে অন্য কেউ বললেই যেন আমি তার প্রেমে পড়ে যাব! প্রেম ব্যাপারটি এত সোজা মনে হয় তোমার কাছে?

সোজাই তো। সোজা না হলে আমার মতো একেবারেই নগণ্য একটি ছেলের সঙ্গে তোমার প্রেম হয়! আমাকে তুমি বিয়ে কর!

এটা অবশ্য একান্তই আমার ব্যাপার। কোনও কোনও মানুষ হয়ত নগণ্য মানুষকেই পছন্দ করে। তবে তুমি নগণ্য কেন এটা আমি একটু বুঝতে চাই।

এতদিনেও বোঝনি।

না।

তাহলে আর বুঝবার দরকার নেই।

আছে।

না নেই। কারণ এখন তুমি আর আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

কেন পারব না?

এখন তুমি আমার বউ।

বউ কী কখনও স্বামীকে ছেড়ে যায় না?

যাবে না কেন? না গেলে এত ডিভোর্স হচ্ছে কী করে? ছেলেদের চে মেয়েরা কী কম ডিভোর্স করছে?

তুলনামূলকভাবে মেয়েরা অনেক কম ডিভোর্স করে।

তবু আমার মনে হয় তুমি আমাকে কখনও ডিভোর্স করবে না। কখনও ছেড়ে যাবে না আমাকে।

আগেও যেতাম না।

যেতে পারতে। প্রেম করার সময় মেয়েরা একরকম, বিয়ের পর আরেকরকম।

প্রেম করার সময় ইচ্ছে হল আর ছেড়ে চলে গেল, বিয়ের পর সেটা সম্ভব নয়, এই তো বলতে চাও। এটা একেবারেই বোকার মতো কথা। যারা প্রেমের অর্থ বোঝে তারা কখনও একথা বলতে পারে না। প্রেমিক প্রেমিকা একজন আরেকজনকে ছেড়ে দূরে চলে গেলেও মানুষ দুজন রয়ে যায় দুজনের মনের ভেতর। মন থেকে একজন আরেকজনকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রে মনটাই বড়। শরীর কিংবা সৌন্দর্য কোনও ব্যাপার নয়।

তবুও শরীর সৌন্দর্য এসবের একটা আলাদা মূল্য আছে।

তা হয়ত আছে। তবে সেটা খুব বড় কোনও ব্যাপার নয়।

যাহোক আমি আসলেই তোমার তুলনায় নগণ্য। দেখতে শুনতে তেমন ভাল নই। মোটামুটি চলনসই একটা ছেলে। ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স করে, বিসিএস করে একটা কলেজের লেকচারার হয়েছি। তিন ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। বড়ভাই থাকেন কানাডায়, তারপর একমাত্র বোনটি বিয়ের পর চলে গেল আমেরিকায়। নিউইয়র্কে থাকে। বাবা একসময় বড় সরকারি চাকুরে ছিলেন। মা এখনও একটা প্রাইভেট কলেজের প্রিন্সিপাল। ঢাকায় নিজেদের বাড়ি। অবস্থা মোটামুটি ভালই।

দিপুর কথা বলার ভঙ্গিতে আবার হাসল লাবণি। তাহলে তুমি আর নগণ্য হলে কোথায়?

এসব তো আসলে কোনও যোগ্যতা নয়। অন্তত তোমার মতো মেয়ের ক্ষেত্রে।

কেন আমি কী খুব বড়ঘরের মেয়ে! মানে আমি কী কোনও কোটিপতির মেয়ে!

না তা নয়। তবে আমাদের চে অনেক অনেক ভাল অবস্থা তোমাদের। তোমার বাবা এবং দুভাই ভাল বিজনেস করেন। তোমার বড় বোনজামাই বিশাল বড়লোক। শিপিং বিজনেস করেন। তার ওপর তুমি এত সুন্দর মেয়ে। আমার চে অনেক ভাল পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারত।

কিন্তু আমি তো একটি কালোমেয়ে। পাতিলের তলার মতো গায়ের রঙ। তুমি আমাকে সুন্দর বল কেন?

একথায় দিপু একটু বিরক্ত হল। ফর্সা হলেই যে মানুষ সুন্দর হবে একথা তোমাকে কে শিখিয়েছে?

কে শেখাবে? আমি জানি!

ভুল জান তুমি। গায়ের রঙ কালো বলেই তুমি আসলে এত সুন্দর। ফর্সা হলে এত সুন্দর তোমাকে হয়ত লাগত না।

একথা তুমি ছাড়া কেউ বলে না।

বলবার দরকার আছে?

না নেই। শুধুমাত্র তুমি বল বলেই তোমাকে আমি এত ভালবাসি। আর প্রেম ভালবাসা, নারী পুরুষের সম্পর্ক এসব বোঝার পর থেকেই তোমাকে আমি পাগলের মতো ভালবাসি কেন জান? তোমার সঙ্গে মিশে, তোমাকে ভালবেসে একটা জিনিস আমি বুঝেছি, তোমার মতো এমন করে কেউ আমায় কখনও ভালবাসবে না।

দিপু আধশোয়া হয়েছিল খাটে। পরনে জলপাই রঙের ট্রাউজার আর হাতাকাটা শাদা গেঞ্জি। এখনও বিছানা ছাড়েনি সে, বাথরুমে যায়নি। গোসল টোসল কিচ্ছু করেনি। তবু লাবণির দিকে হাত বাড়াল। কাছে এস।

লাবণি ছিল ওয়ার্ডরোবের সামনে। ড্রেসিংটেবিলের কুশনটি টেনে এনে ওয়ার্ডরোবের সামনে বসেছে সে। খোলা ওয়ার্ডরোবের সামনে বেশ বড় সাইজের একটা ব্যাগ আর খোলা একটা সুটকেস। ওয়ার্ডরোব থেকে দুজনের জামাকাপড় বের করে, ব্যাগ বের করে ব্যাগ এবং সুটকেসে গুছিয়ে রাখছিল। অনেকক্ষণ ধরে কাজটা আর হচ্ছিল না, শুধুই কথা হচ্ছিল। এখন দিপুর ডাকে চমকাল লাবণি। কেন আসব?

দিপু বলল, এস তোমাকে একটু ভালবাসি।

না। আমার সময় নেই।

এত কথা বলার সময় হল আর এখন কাছে আসার সময় হবে না?

না হবে না।

এমন কর না। এস।

নিজের একটি শাড়ি ভাজ করে সুটকেসে রাখল লাবণি। কেন আসব না বোঝনি তুমি?

না কেন বল তো!

তুমি এখনও ফ্রেস হওনি, গোসল করনি।

তাতে কী?

আমি গোসল করেছি। আমি এখন একদম ফ্রেস। এই অবস্থায় নোংরা মানুষের কাছে আমি যাব না।

আমি কোনও সাধারণ মানুষ নই। আমি তোমার প্রেমিক। আমি তোমার স্বামী।

নোংরা প্রেমিকের কাছে আমি যাই না, নোংরা স্বামীর কাছে আমি যাই না। ওঠ, গোসল টোসল করে এস তারপর।

ভালবাসার সঙ্গে গোসলের কী সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে।

বোঝ ও আমাকে।

বোঝাতে পারব না। আমার সময় নেই।

কেন কী করছ তুমি?

দেখছ না কাপড় চোপড় গোছাচ্ছি!

এখনই গোছাবার কী হল? ট্রেন তো রাতে!

হোক। এখুনি সব গুছিয়ে রাখব আমি।

দিপু হাসল। এজন্যই বলেছি সমুদ্র তোমাকে ডাকছে।

তোমাকে ডাকছে না?

না।

তুমি যাচ্ছ না আমার সঙ্গে?

যাচ্ছি। স্বামী হিসেবে যাচ্ছি। হানিমুন করতে।

তাহলে সমুদ্র আর আমাকে একা ডাকল কী করে?

ডাকছে তোমাকেই। সঙ্গ দিতে যাচ্ছি আমি।

তাহলে যেও না।

তুমি একা যাবে! একা তো হানিমুন হবে না!

লাবণি আবার দিপুর দিকে তাকাল। গলার স্বর বদলে বলল, তুমি ওঠ। উঠে বাথরুমে যাও। সাড়ে নটা বাজে। টেবিলে নাশতা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

দিপু হাসল। তোমার খিদে পেয়েছে?

পাবে না! এতটা বেলা হল!

তাহলে তো উঠতেই হয়।

দিপু বিছানা থেকে নামল। লাবণির সামনে এসে দাঁড়াল। গোছগাছ শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?

আর বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি গোছল করে বেরুতে বেরুতে হয়ে যাবে।

থাকবে তো দশদিন। এত কী নিচ্ছ?

দশদিন কম সময় নয়। কোথাও গেলে জামাকাপড় একটু বেশিই নিতে হয়। কক্সবাজারে শুনেছি জামা কাপড় বেশি লাগে। সমুদ্রে নামতে গেলে এক ড্রেস, বিকেলে সীবিচে বেড়াতে বেরুলে আরেক ড্রেস। আচ্ছা শোন, গয়না টয়না নেব?

নাও।

বেশি নেব না বাবা। এই এখন যা পরে আছি শুধু এগুলোই নেব।

বেশি নিলে কী হবে?

চুরি ডাকাতি ছিনতাই কত কী হয় আজকাল!

কক্সবাজারে ওসব হয় না। তবে এখন যা পরে আছ এগুলো নেয়াই যথেষ্ট।

আমি তো এতগুলোও নিতাম না। তোমার কথা ভেবে নিচ্ছি। আমি গয়না টয়না পরলে তোমার নাকি ভাল লাগে!

হ্যাঁ খুব ভাল লাগে। গয়না তোমাকে খুব মানায়। তাছাড়া নতুন বউ গয়না পরে না থাকলে তাকে বউ মনে হয় না।

কী মনে হয়?

মনে হয় এ আমার বউ নয়, এ আমার ছোট খালাম্মা।

একথার সঙ্গে সঙ্গে দিপুকে তেড়ে মারতে গেল লাবণি।

দিপু বাথরুমের দিকে দৌড় দিল।

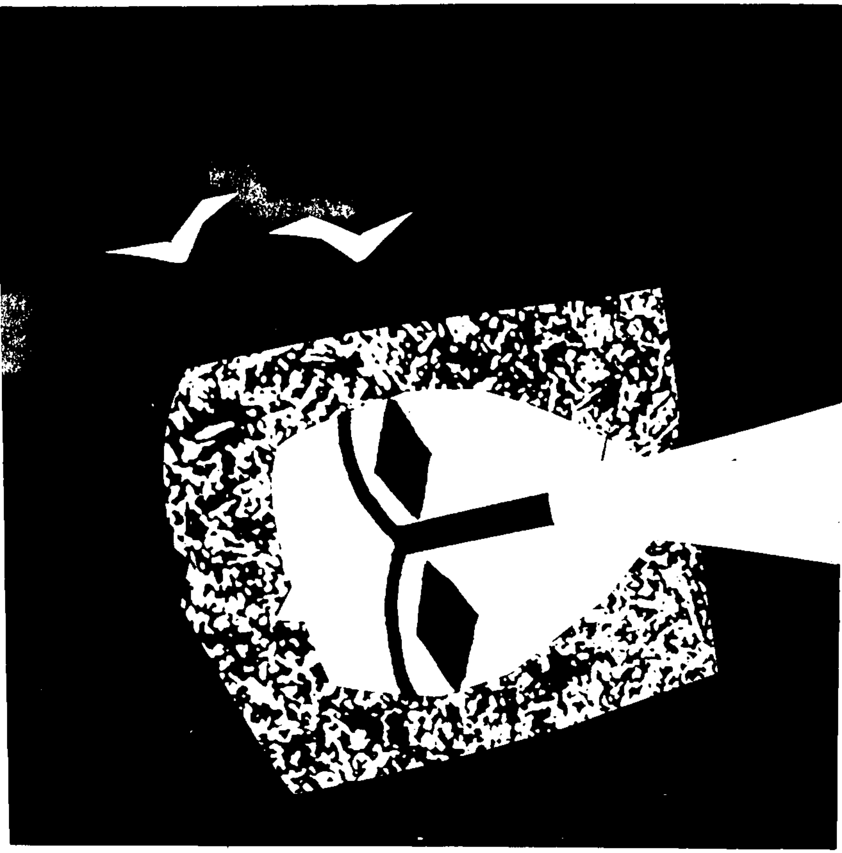

দিপুর দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে লাবণি।

ঘুমিয়ে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

দিপুও ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘুমোতে পারেনি।

দুপুরবেলা ঘুমটা তার আসেই না।

ছুটিছাটার দিন দুপুরগুলো সে বই পড়ে কাটায়। ভাতটাত খেয়ে কোনও বই নিয়ে বিছানায় শোয়। পড়তে পড়তে বিকেল হয়ে যায়, তারপর উঠে চাটা খায়, বেড়াতে বেরয়।

কিন্তু এখন তো তা সম্ভব নয়। নতুন বউর সঙ্গে বই নিয়ে শোয়া ঠিক হবে

না।

বউর দিকে মনোযোগ না দিয়ে বইয়ের দিকে মনোযোগ দেয়া খুব অশোভন দেখাবে।

লাবণি বিরক্ত হবে। হয়ত বইটা নিয়ে সরিয়ে রাখবে।

কিন্তু লাবণি তো দিব্যি ঘুমোচ্ছে! দিপু জেগে আছে আর লাবণি ঘুমোচ্ছে এও তো এক অশোভন ব্যাপার।

প্রেমিক জেগে থাকবে আর প্রেমিকা ঘুমোবে, এ হয় না।

স্বামী জেগে থাকবে আর স্ত্রী ঘুমোবে এ হয় না।

নরম ভঙ্গিতে লাবণির দিকে ঘুরল দিপু। আলতো করে হাত রাখল লাবণির ঘাড়ের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল লাবণি। দিপুর দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে রইল ঠিকই কিন্তু মাথাটা বালিশ থেকে তুলে মুখটা দিপুর দিকে ঘোরাল। কী?

দিপু বলল, কিছু না।

ঘুমোওনি?

না।

আমিও ঘুমোইনি।

তাই নাকি!

এবার দিপুর দিকে পাশ ফিরল লাবণি। হাসল। কী ভেবেছ?

আমি তো ভেবেছি তুমি গভীর ঘুমে।

না এক ফোটাও ঘুমোইনি। কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে আগের রাতে আমার একদম ঘুম হয় না।

এখন তো রাত নয়!

না হোক। আমরা যাচ্ছি রাতের ট্রেনে। সুতরাং দুপুরবেলা ঘুম আমার আসবেই না।

কিন্তু দুপুরবেলা ঘুমোবার অভ্যেস তো তোমার আছে!

তা আছে।

আচ্ছা একটা কথা আমাকে বল তো। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় দুপুরবেলা তুমি ঘুমোবার সময় পেতে কখন?

ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে ভাতটাত খেয়ে শুয়ে পড়তাম।

যেদিন ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যেতো!

সেদিনও ঘুমোতাম।

কী করে?

কী করে আবার! বিকেলবেলাই ঘুমোতাম।

তাহলে তো উঠতে উঠতে রাত হয়ে যেত।

না সন্ধ্যে হত।

আমাদের দেশের মেয়েরা কিন্তু মোটা হয় দুপুরে ঘুমোবার জন্য।

তার মানে কী? আমাদের দেশের সব মেয়েই কি মোটা?

না তা নয়। অনেক স্লিম মেয়েও আছে।

তাহলে?

দিপু দুষ্টুমির স্বরে বলল, আমি আসলে বলতে চাই তোমার মতো মেয়েরা বেশি মোটা হয়।

মুখের সুন্দর একটা ভঙ্গি করল লাবণি। আমি হয়েছি?

না এখনও হওনি।

অনেকদিন ধরেই তো দুপুরে ঘুমোই আমি, এখনও তাহলে হইনি কেন?

হওনি কিন্তু হয়ে যাবে।

কবে?

এখন থেকে হবে। বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে। নিশ্চিত জীবন।

আগে কী খুবই দুশ্চিন্তার জীবন ছিল আমার?

ছিল না? আমিই তো ছিলাম তোমার প্রধান দুশ্চিন্তা। আমাকে তুমি ভালবাস, আমার সঙ্গে বিয়ে হবে কি হবে না! গার্জিয়ানরা কোনও ঝামেলা বাঁধায় কিনা এইসব দুশ্চিন্তা ছিল না?

না তা কিন্তু আমার ছিল না। তোমাকে ভালবাসার পর থেকেই একটা

সিদ্ধান্ত আমি ভেতরে ভেতরে নিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের বিয়েতে যদি গার্জিয়ানরা কোনও ঝামেলা করেন আমি তাহলে কারও দিকে তাকাব না। সোজা তোমার কাছে চলে আসব। এসে তোমার হাত ধরব।

যদি আমার গার্জিয়ানরা তোমাকে মেনে না নিতেন?

তবু আমি তোমার হাত ধরতাম। হাত ধরে বলতাম, চল আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধি। কারণ তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

একথার সঙ্গে সঙ্গে লাবণিকে বুকের কাছে টেনে আনল দিপু। আমার পক্ষেও তোমাকে ছেড়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমার গার্জিয়ানরা তোমাকে মেনে না নিলে সত্যি সত্যি তোমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতাম আমি।

দিপুর বুকের কাছে মুখ রেখে গভীর স্বপ্নময় গলায় লাবণি বলল, দুজনে একা একা অন্য কোথাও থাকতে খুব ভাল লাগত আমার। তোমাকে নিয়ে একা একা থাকতে খুব ভাল লাগত। আমি খুব বনভূমি পছন্দ করি, আমি খুব সমুদ্র পছন্দ করি। একটা সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, আমার বিয়ে হবে কোনও ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে। বিয়ের পর ফরেস্ট বাংলোয় কিংবা ফরেস্টের কোনও নির্জন কোয়ার্টারে চলে যাব আমি। যেখানে সারাক্ষণ গভীর নির্জনতা, পাখির ডাক, গাছপালায় হাওয়ার চলাচল, আর কোনও শব্দ নেই। সেই নির্জনতায় একাকী ঘুরে বেড়াব। যতটুকু রবীন্দ্র সঙ্গীত জানি তাই নিজের মতো করে যখন তখন গাইব। ওখানে তো আর কেউ শুনতে আসছে না আমার গান! কেবল আমিই শুনব, কেবল গাছপালা শুনবে। আর প্রচুর বই থাকবে আমার। একাকী নির্জনে বই পড়ে দিন কাটাব আমি। কবিতার বই থাকবে অনেক। যখন তখন কবিতা পড়ব। তোমাকে ভালবাসার পরও এই ইচ্ছেটা, এই স্বপ্নটা আমার অনেকদিন ছিল।

দিপু আস্তে করে বলল, এখন নেই?

এখনও আছে।

তাহলে চল চলে যাই।

কোথায়?

ওরকম নির্জন কোনও বনভূমিতে।

সে কী আর সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়! বান্দরবান কিংবা পাবর্ত্য চট্টগ্রামের কোনও এলাকার কোনও কলেজে আমি চাকরি নিলেই তো ওরকম পরিবেশ তুমি পেতে পার।

কিন্তু ওরকম পরিবেশ কি তোমার ভাল লাগবে!

না লাগুক।

ভাল না লাগলে তুমি তা করবে কেন?

তোমার জন্য করলাম। আর ভালবাসার জন্য করলাম।

আমার জন্য এতটা স্যাক্রিফাইস করবার দরকার নেই তোমার।

তোমার জন্য স্যাক্রিফাইস করব না! আমার ভালবাসার জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করব না!

লাবণি কথা বলল না। কী রকম উদাস হয়ে গেল।

দিপু বলল, কী হল?

কিছু না।

হঠাৎ চুপ করে গেলে যে?

এমনি।

না এমনি নয়। নিশ্চয় কারণ আছে।

তা হয়ত আছে।

কী?

শুনবার দরকার নেই।

কেন?

শুনলে তোমার হয়ত মন খারাপ হবে।

না হবে না। তুমি বল।

থাক। ওটা এমন কোনও ব্যাপার নয়।

তবু আমি শুনব। তুমি বল।

তুমি যখন বললে, তোমার জন্য স্যাক্রিফাইস করব না, আমার ভালবাসার জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করব না! এই কথাটা আমার ভাল লাগেনি।

কেন?

আমার জন্য তুমি স্যাক্রিফাইস করবে এটা শুনতে কেমন যেন লাগে। তারচে তুমি যদি বলতে আমার যা ভাল লাগে তোমারও তা ভাল লাগে, শুনে আমি খুব খুশি হতাম। ভালবাসা এরকমই হওয়া উচিত, একজনের যা ভাল লাগবে অন্যজনেরও তা ভাল লাগা উচিত।

বুকের কাছে লেগে থাকা লাবণির মুখখানি আলতো করে তুলে ধরল দিপু। ঠিকই বলেছ তুমি। ভুলটা আসলে আমারই। ভালবাসায় স্যাক্রিফাইস বলে কিছু নেই। ভালবাসার একমাত্র প্রতিশব্দ ভালবাসা। ভালবাসার জন্য মানুষ যা করে তার নামও ভালবাসা।

একথায় লাবণি আবার খুশি হয়ে গেল। মুগ্ধ গলায় বলল, খুব সুন্দর বলেছো কথাটা। আচ্ছা শোন, সীবিচে বসে তুমি কিন্তু আমাকে অনেক কবিতা শোনাবে।

কী কবিতা?

সমুদ্রের কবিতা। ভালবাসার কবিতা।

শোনাব।

এখন তো চাঁদের সময়। পরশু পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় সমুদ্র যে কী সুন্দর লাগবে! আমরা যে কদিন থাকব প্রায় প্রতিরাতেই চাঁদ থাকবে। চাঁদের আলোয় তোমার হাত ধরে সীবিচে হাঁটব আমি। হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর চলে যাব, বহুদূর থেকে ফিরে আসব। সমুদ্রের হু হু হাওয়ায় আমার চুল উড়বে, পায়ের কাছে ভেঙে পড়বে একটার পর একটা ঢেউ। হৃদয়ের গভীর থেকে কবিতার লাইন আওড়াবে তুমি। সেই কবিতা শুনে, চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া সমুদ্রের মহান সৌন্দর্য দেখে এজীবন ধন্য হবে আমার। কখনও কখনও নির্জন সীবিচে তোমার কাঁধে মাথা রেখে বসব আমি। একহাতে তুমি আমাকে জড়িয়ে রাখবে। রাত অনেক গভীর হয়ে যাবে তবু ফিরব না আমরা। শরীরে শরীর রেখে বয়ে যাওয়া সমুদ্রের নিজস্ব ভাষার সঙ্গে নিজেদের ভাষা মিশিয়ে হৃদয় থেকে আমরা কেবল বলব, ভালবাসি ভালবাসি।

দিপু কোনও কথা বলল না। মুগ্ধ চোখে লাবণির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লাবণির চোখ মুখে তখন আশ্চর্য রকমের ঘোর। মুখে সে কথা বলছে ঠিকই কিন্তু চোখে যেন দেখতে পাচ্ছে সমুদ্র। অথৈ অসীম সমুদ্র। এই মুগ্ধতা খুব ভাল লাগল দিপুর। কিছু একটা বলতে যাবে সে তার আগেই লাবণি বলল, আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি, জান?

দিপু খুবই অবাক হল। বল কী! কেন?

কক্সবাজারে আমি কখনও যাইনি। সমুদ্রতীরে আমি কখনও যাইনি।

কিন্তু তোমার ভাই ভাবিরা তো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে প্রতিবছরই শীতকালে কক্সবাজারে যান?

তা যান। আমার মা বাবাও যান কোনও কোনও বছর।

তাহলে তুমি যাওনি কেন?

ইচ্ছে করেই যাইনি। প্রতি বছরই কক্সবাজারে যাওয়ার সময় ওরা আমাকে সঙ্গে নিতে চায়। আমি ইচ্ছে করে যাই না।

সমুদ্র এত ভালবাস তুমি আর সেই সমুদ্রের কাছে ইচ্ছে করেই যাও না? ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।

মৃদু হেসে লাবণি বলল, এজন্য অবশ্য তুমিই দায়ী।

দিপু খুবই অবাক হল। আমি দায়ী মানে?

আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি সমুদ্র ভালবাসি। এক ভালবাসা রেখে আরেক ভালবাসার কাছে কেন যাব আমি! তোমাকে রেখে সমুদ্রের কাছে কেন যাব!

একথায় দিপু আবার মুগ্ধ হল।

মুগ্ধ হয়ে লাবণির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লাবণি বলল, তোমাকে ভালবাসার পরই আমি ভেবেছি কখনও সমুদ্রতীরে গেলে তোমার সঙ্গে যাব। সমুদ্র দেখব তোমার সাথে। সমুদ্রতীরে বেড়াব তোমার হাত ধরে। আসলে আমার যা কিছু পছন্দের, যা কিছু ভাল লাগার সব আমি তোমার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। কিছু চাইনি, কিছু দেখিনি। এখন আমি তোমাকে পেয়েছি, এখন আমি সব চাইব। এখন আমি সব দেখব।

ঠিক আছে। আমি তোমার সব চাওয়া পূর্ণ করব। যা দেখতে চাইবে আমি

তোমাকে তার সব দেখাব। তুমি চাইলে আমি আমার বুক চিড়ে আমার আত্মা হাতের মুঠোয় এনে তোমার সামনে মেলে ধরব।

একথায় লাবণি কেমন কেঁপে উঠল। হাহাকারের গলায় বলল, না না এভাবে বলো না, এভাবে বলো না তুমি। অত কঠিন কোনও চাওয়া আমার নেই। আমার চাওয়াগুলো খুব ছোট ছোট। দেখার জিনিসগুলো খুব ছোট ছোট। যেমন ধর, আমি চাই যে কদিন আমরা কক্সবাজারে থাকব, প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে যাব সমুদ্রে। লোকজন জেগে ওঠার আগে। যখন কেউ থাকবে না সীবিচে তখন কেবল আমরা থাকব। আবার যাব বিকেলবেলা। সূর্য ডুবে যেতে দেখব সমুদ্রের জলে আর চাঁদ ভেসে উঠতে দেখব। অনেক রাত অব্দি থাকব সীবিচে। একে একে সব লোক চলে যাবে, থাকব কেবল আমরা। সম্ভব হলে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে সারারাত শুয়ে থাকব সীবিচে। আমাদের শরীরের তলায় থাকবে বালিয়াড়ি, পাশে থাকবে মহান সমুদ্র আর মাথার ওপর থাকবে চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া অনাদিকালের আকাশ। সমুদ্রের শব্দে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব, সমুদ্রের শব্দে জেগে উঠব।

লাবণির কথা শুনতে শুনতে ঠিক এইরকম একটি দৃশ্য চোখের ওপর দেখতে লাগল দিপু।

ট্রেনে নিজেদের কামরা দেখে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল লাবণি। উচ্ছ্বাসিত গলায় বলল, কী করে ম্যানেজ করলে?

কথাটা বুঝতে পারল না দিপু। বলল, কী ম্যানেজ করার কথা বলছ?

এই কামরা?

কেন তোমার পছন্দ হয়নি?

পছন্দ হয়নি মানে! দারুণ পছন্দ হয়েছে। এজন্যই তো বলছি কী করে ম্যানেজ করলে?

শুনে দিপু একেবারে চটপটে স্বভাবের অন্য মানুষ হয়ে গেল। ব্যস্ত গলায়

বলল, দাঁড়াও বলছি। আগে কুলি বিদেয় করি।

কুলিটা দাঁড়িয়ে ছিল দরজার সামনে। সুটকেস ব্যাগ ইত্যাদি মাথা থেকে নামিয়ে একপাশে গুছিয়ে রেখেছে সে। এখন পয়সার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দশ টাকার নোট কুলিকে দিল দিপু। তারপর লাবণির দিকে তাকিয়ে হাসল। বাংলাদেশ রেলওয়ের সব লোকজন আমার চেনা। রেলওয়েকে আমি যা বলব তাই হবে।

জানালার ধারে বসল লাবণি। ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, ইস উনি যেন রেলমন্ত্রী!

লাবণির পাশে বসল দিপু। হাসল। রেলমন্ত্রীও আমার পরিচিত।

ঘোড়ার ডিম।

দিপু সিরিয়াস মুখ করে বলল, তুমি তোমার হাজব্যান্ডকে বিশ্বেস করছ না?

না।

সত্যি রেলমন্ত্রী আমার পরিচিত।

এই কামরা ম্যানেজ করার জন্য রেলমন্ত্রীর কাছে গিয়েছ তুমি?

না তা অবশ্য যাইনি।

তাহলে?

লাবণির মুখের কাছে মুখ নিয়ে দিপু বলল, তাহলে কী?

সঙ্গে সঙ্গে মুখ সরিয়ে নিল লাবণি। দিশেহারা গলায় বলল, কী করছ! চারদিকে এত লোক!

আমি তো খারাপ কিছু করছি না। বউর সঙ্গে কথা বলছি। তোমার সাজগোজ দেখে সব লোক বুঝবে তুমি নতুন বউ। আমার চেহারা দেখে বুঝবে সদ্য বিয়ে করেছি। নখের ডগায় মেহেদির রঙ। আচরণে অকারণ চাঞ্চল্য। চোখে মুখে জামাই জামাই ভাব। আমরা যে নবদম্পতি একথা বুঝতে কারও দেরি হবে না। আর নবদম্পতিকে পৃথিবীর যাবতীয় লোকই সাহায্য করে। তাদের জন্য অনেক কিছুই মাফ। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অগ্রাধিকার। যেমন অগ্রাধিকার পেলাম এই কামরার ব্যাপারে।

লাবণি তার সুন্দর চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু কথা বলল না।

দিপু বলল, টিকিট করবার সময় বললাম, ভাই, আমি মাত্র বিয়ে করেছি। বউ নিয়ে যাচ্ছি হানিমুন করতে। কেবল স্বামী স্ত্রীতে থাকা যায় এরকম একটি কামরা আমাকে দেবেন। ভদ্রলোক খুব ভাল লোক। প্রথমে আমাকে কনগ্রেচুলেট করলেন তারপর এই কামরা দিয়ে দিলেন।

তুমি যে বললে রেলওয়ের সব লোকজন তোমার পরিচিত!

পরিচিত তো বটেই।

তাহলে ওই ভদ্রলোককে তোমার সব বুঝিয়ে বলতে হল কেন?

না বললে বুঝবে কী করে যে আমি বউ নিয়ে যাচ্ছি না অন্যের মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি!

লাবণি হাসল। ফাজলামো কর না।

কিসের ফাজলামো?

রেলওয়ের সব লোক যদি তোমার পরিচিতই হবে তাহলে তাদের কাছে বিয়ের কথা বলতে হবে কেন? তাদের তো জানাই আছে তুমি সদ্য বিয়ে করেছ!

তারা হয়ত জানে না। তবে আমি সিরিয়াসলি বলছি রেলওয়ের সব লোক আমার পরিচিত।

কী করে?

ওরা তো বাঙালি। বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশ ওদের প্রত্যেকের দেশ।

তাতে কী হয়েছে?

আমিও তো বাঙালি!

বুঝলাম। কিন্তু তাতে হয়েছে কী?

একজন বাঙালিকে অন্য বাঙালিরা চিনবে না!

কথাটা তবু বুঝতে পারল না লাবণি। কেমন বোকা বোকা মুখ করে দিপুর দিকে তাকিয়ে রইল।

দিপু গম্ভীর মুখ করে বলল, বুঝতে পারনি?

না।

আরে বোকা মেয়ে আমি বলতে চাইছি একজন বাঙালির কাছে আরেকজন বাঙালি যেভাবে পরিচিত রেলওয়ের লোকদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয়।

এরকম পরিচয় তো দেশের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকেরই।

তাই তো!

তুমি এতক্ষণ ধরে এই পরিচয়ের কথা বললে?

হ্যাঁ।

লাবণি খিলখিল করে হেসে উঠল। ইস তুমি যে কী!

দিপুও হাসতে লাগল।

ঠিক তখুনি হুইসেল দিয়ে ট্রেন ছাড়ল।

দিপু বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিই?

দাও।

উঠে দরজা বন্ধ করল দিপু। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজন একেবারে একা হয়ে গেল। আলাদা হয়ে গেল। পৃথিবীর কারও সঙ্গে যেন কোনও সম্পর্ক রইল না ওদের।

লাবণি বলল, এটা ফার্স্টক্লাস না?

দিপু বলল, ফার্স্টক্লাস তো বটেই। এসি স্লিপার। অর্থাৎ তাপানুকূল পরিবেশে শুয়ে শুয়ে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা।

প্রত্যেকটা কামরাই কী এরকম?

না বেশির ভাগ কামরায়ই এরকম চারটা করে সিট। চারজন করে যাত্রীর জন্য।

ওরকম কামরা ভাগ্যে জুটলে বারোটা বেজে যেত।

তা তো বটেই।

দেখা গেল দুই সিটে দুটো হোৎকা লোক উঠেছে।

হ্যাঁ। উঠেই খালি গা হয়ে, লুঙ্গি পরে চিৎ হয়ে শুয়ে ভোস ভোস করে ঘুমোতে শুরু করল।

মাগো, ওরকম হলে আমি একেবারে পাগল হয়ে যেতাম। একটা মিনিটও

ঘুমোতে পারতাম না।

এখন পারবে?

লাবণি অবাক হল। বাহ পারব না।

কী করে?

তুমি ওপরের সিটে চল যাবে আর আমি এই সিটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। শোন, রেলওয়ের কম্বল কিন্তু আমি গায়ে দেব না। কত লোক গায়ে দিয়েছে এই জিনিস। অত লোকের ব্যবহার করা জিনিস আমি কিছুতেই ব্যবহার করব না। আমি আমাদের চাদর গায়ে দেব। সুটকেসের ভেতর থেকে আমাকে তুমি চাদর বের করে দেবে।

তা না হয় দিলাম। কিন্তু আমাকে ওপরের সিটে পাঠাচ্ছ কেন?

তাহলে কী আমি উঠব! ওরকম সিটে মেয়েদের ওঠা ঠিক নয়। অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা?

বোঝ না কী অসুবিধা?

না।

তাহলে আর বোঝবার দরকার নেই।

না আমি বুঝতে চাই।

লাবণি হাসল। সব বুঝেও তুমি যে কেন আমাকে এত জ্বালাও! আমি শাড়ি পরে আছি। শাড়ি পড়া একটি মেয়ে গাছে চড়ার ভঙ্গিতে ওপরে উঠে যাবে আর একটি পুরুষমানুষ নিচে বসে বসে তা দেখবে, এটা কোনও কথা হল!

এবার দিপুও হাসল। কিন্তু পুরুষমানুষটি কোনও বেগানা নয়। তোমার স্বামী।

হোক। তবু আমি উঠব না।

এবার নিজেকে বদলে ফেলল দিপু। তোমাকে তো আমি উঠতে বলছি না।

তাহলে?

আমি নিজেও উঠতে চাচ্ছি না।

তাহলে কী করবে?

দুজনেই কষ্টটষ্ট করে এই সিটে থাকলাম। স্বামী স্ত্রী তো সেভাবেই থাকে। তাছাড়া তোমার আমার ভালবাসাও তো এখনও নষ্ট হয়নি। পুরোপুরিই আছে। ভালবাসা থাকলে সব হয়। একটি গ্রাম্য প্রবাদ আছে,

যদি থাকে ভালবাসা
এক বালিশে দুই মাথা।

লাবণি ভুরু কোঁচকাল। মানে কী কথাটার?

স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা থাকে তাহলে একটি মাত্র বালিশ ভাগাভাগি করে নেয় তারা দুজন। এক বালিশে মাথা দিয়ে শোয়ার আরও নানাবিধ তাৎপর্য আছে। তুমি বললে সেগুলোও ব্যাখ্যা করতে পারি আমি।

লাবণি হাত তুলে বলল, দরকার নেই। আমি বুঝেছি।

দিপু নির্মল মুখ করে হাসল। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?

কী?

এক বালিশে দুই মাথা।

তাই তো দেখছি। তুমি যখন আমার স্বামী, তোমার মাথাটা তো আর বালিশ থেকে ফেলে দিতে পারি না। স্ত্রী হিসেবে তোমার মাথাটা আগলে রাখার একটা দায়িত্বও তো আছে আমার।

রাইট। তা আছে। শোন স্বামীর মাথা আগলে রাখা নিয়ে একটা গল্প বলি। এক মাতাল অতিরিক্ত মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে গেছে। গভীর রাতে বন্ধুরা ধরাধরি করে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে। ভদ্রলোক থাকেন চারতলার ফ্লাটে। যখন বন্ধুরা ধরাধরি করে তাকে চারতলায় তুলছে পাড়ার লোক ভেবেছে ভদ্রলোক মারা গেছেন এবং তাঁর লাশ তোলা হচ্ছে। মুহূর্তে প্রচুর লোক জড় হয়ে গেছে।

লাবণি বলল, এই গল্পটা এখন শুনব না।

দিপু অবাক হল। কেন?

ভাল লাগছে না।

কী করলে তোমার ভাল লাগবে?

চুপ করে থাকলে।

ঠিক আছে, এই তাহলে আমি চুপ করলাম।

দিপু সত্যি সত্যি চুপ করে বসে রইল।

গভীর অন্ধকার চিড়ে ঝিকঝিক করে ছুটছে রাতের ট্রেন। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে আসছে হাওয়া। সেই হাওয়া দেখে দিপু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, জানালা বন্ধ করে দিই।

লাবণি বলল, গরম লাগবে না?

কী করে লাগবে! এসি আছে তো!

তাহলে ঠিক আছে।

দিপু জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর লাবণি যেদিকে বসেছিল তার উল্টোদিকে হেলান দিয়ে বসল। বসে বলল, মুখোমুখি কেন বসলাম জান?

কেন?

কথা বলতে সুবিধে হবে।

কী কথা বলবে?

অনেক কথা আছে।

যেমন?

যেমন ধর,

ভালবাসার এমনি গুণ
পানের সঙ্গে যেমন চুন
কম হইলে লাগে ঝাল
বেশি হইলে পোড়ে গাল।

লাবণি চোখ বড় করে বলল, মানে কী?

দিপু সিরিয়াস মুখ করে বলল, মানে হল, ভালবাসা কম হলে তা ভাল লাগে না। আবার অতিরিক্ত ভালবাসাও ভাল নয়। অতিরিক্ত ভালবাসায় ঝামেলা অনেক। অতিরিক্ত ভালবাসায় জটিলতা বাড়ে। অনর্থ হয়। পানের সঙ্গে

পরিমিত চুনের মতো পরিমিত ভালবাসাই ভাল।'

আমি একথা মানতে রাজি নই। ভালবাসা অত হিসেবের ব্যাপার নয়। অঙ্ক কষে কাউকে ভালবাসা যায় না। আর ভালবাসা পান খাওয়ার মতো ফালতু কোনও ব্যাপার নয়। ভালবাসা অন্য ব্যাপার। ভালবাসার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। ভালবাসার তুলনা কেবল ভালবাসা।

কিন্তু পান চুনের সঙ্গে ভালবাসার তুলনার কথাটা তো আমার নয়, এটা একটা প্রবচন।

হোক। এই কথাটা তুমি আর কখনও বলবে না। এইসব প্রবচন আমার পছন্দ নয়।

কেন?

কারণ আমি তোমাকে অতিরিক্ত ভালবাসি।

সে তো আমিও তোমাকে বাসি।

এজন্যে ভালবাসা ছোট হয়ে যায় কিংবা ভালবাসার অপমান হয় এমন কথা তুমি কখনও বলবে না। শুনলে আমার খুব কষ্ট হবে।

লাবণির চোখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল দিপু। তারপর গভীর গলায় বলল, আচ্ছা বলব না। কখনও বলব না। তবে ভালবাসা মহান হয় এমন একটা প্রবচন বলব। শুনবে।

লাবণি উৎসাহী গলায় বলল, বল।

'ভালবাসার নাইক ভার।'

মানে?

ভালবাসা থাকলে কোনও কাজেই ভার বোধ হয় না। সব কিছু নির্ভার মনে হয়। আর যাকে ভালবাসা যায় তার জন্য সব করা যায়।

হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা। আমার মনে হয় ভালবাসার জন্য মরেও ফিরে আসা যায়।

এ এক দারুণ কথা বলেছ। এ প্রসঙ্গে তোমাকে একটি অসাধারণ সত্য ঘটনা বলতে পারি। ভালবাসার টানে মরেও যে ফিরে আসে মানুষ সেই গল্প। শুনবে?

ভালবাসার গল্প হলে নিশ্চয় শুনব আমি। বল।

ভালবাসার গল্প তো বটেই। তবে ঠিক প্রেমিক প্রেমিকার গল্প নয়। অন্য রকম এক ভালবাসার গল্প। শুনে কিন্তু ভয় পেতে পার।

কেন?

আত্মাটাত্মা নিয়ে গল্প তো একটু ভয়েরই হয়।

হোক। ভয় আমি পাব না।

কেন ভূতের ভয় নেই তোমার?

তা আছে। কিন্তু এখন সে ভয় কেন পাব! তুমি সঙ্গে আছ না! তুমি সঙ্গে থাকলে পৃথিবীর কোনও কিছুতেই আমার কোনও ভয় নেই। তবে একটা শর্ত আছে। মুখোমুখি নয়, তুমি আমার পাশে এসে বস। আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে শোব আর তুমি গল্প বলবে। তোমাকে ছুঁয়ে থাকলে পৃথিবীর কোনও কিছুকেই ভয় পাব না আমি।

এ কথায় বুকের ভেতরটা আশ্চর্য এক আনন্দে ভরে গেল দিপুর। উঠে লাবণির পাশে এল সে। জানালার পাশে হেলান দিয়ে বসল আর তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল লাবণি। শিশুর মতো আদুরে ভঙ্গিতে বলল, এবার বল।

লাবণির অসাধারণ সুন্দর চুলে গভীর মমতায় হাত বুলাতে লাগল দিপু। তুমি সত্যি ভয় পাবে না তো!

না। তুমি বল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিপু বলল, পরকালবিদ বিসপ লেডবীটার লণ্ডনের একটি রাস্তা ধরে হাঁটছেন। পিকাডেলীর কাছে আসতেই তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোকের নাম রবার্ট কপারফিল্ড। কপারফিল্ড একজন পুস্তক ব্যবসায়ী। অক্সফোর্ডে তাঁর বিশাল বইয়ের দোকান। প্রচুর টাকার মালিক তিনি।

লন্ডন শহরে নিজের সুন্দর বাড়ি কপারফিল্ডের। স্ত্রী নেই। একটি মাত্র মেয়ে। নাম মেরী। মেরী হচ্ছে কপারফিল্ডের হৃদয়ের টুকরো। সতের আঠার বছরের অসাধারণ সুন্দরী মেরী কেমব্রীজের ছাত্রী। মেয়েকে নিয়ে

খুবই সুখের জীবন কপারফিল্ডের।

কিন্তু কী হয়েছে কপারফিল্ডের? এমন বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন কেন তিনি? মাথার চুল উসকো খুসকো। মুখটা ভাঙাচোরা। চোখের কোলে গাঢ় হয়ে পড়েছে কালি। চোখ দুটো ছলছল করছে।

লেডবীটার জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে আপনার? এমন হয়ে গেছেন কেন?

কপারফিল্ড কোনও কথা বললেন না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে অসম্ভব এক কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। অসহ্য এক যন্ত্রণায় যেন বুক ফেটে যাচ্ছে তাঁর। তবে সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি যেন নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছেন।

লেডবীটার বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ?

এবার কথা বললেন কপারফিল্ড। তবে শরীর চেহারা কিংবা নিজেকে নিয়ে কোনও কথা নয়, একেবারেই অন্যরকম কথা। একজন ভাল আর্টিস্টের খোঁজ দিতে পারেন ফাদার?

লেডবীটার অবাক হলেন। আর্টিস্ট?

আর্টিস্ট কি পেইন্টার যাই হোক। যে আমার.........।

কথা শেষ করতে পারলেন না কপারফিল্ড। উদগত কান্নায় গলা বুজে এল।

লেডবীটার বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যদি একটু খোলাখুলি বলেন তো সুবিধে হয়। হয়ত আপনাকে সাহায্যও করতে পারব।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কপারফিল্ড বললেন, মেরী মারা গেছে।

শুনে লেডবীটার একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন। বলেন কী! কবে?

গত পরশু।

কী হয়েছিল?

সামান্য জ্বর। জ্বরের ঘোরে হার্টফেল করেছে।

আরও কিছু বলতে চাইলেন কপারফিল্ড, বলতে পারলেন না। তীব্র কান্নায় চোখ ফেটে গেল তাঁর। ভাঙাচোরা মুখে হু হু করে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

লেডবীটার কোনও কথা বলতে পারলেন না। একমাত্র সন্তান হারানোর

শোকে সান্ত্বনার যে কোনও বাণীই এসময় অর্থহীন মনে হবে। তবে কপারফিল্ড কেন আর্টিস্ট খুঁজছেন লেডবীটার তা বুঝতে পারলেন না। পরিচিত তিন চারজন আর্টিস্টের ঠিকানা কপারফিল্ডকে দিয়ে চলে গেলেন তিনি।

মাসতিনেক পর আবার কপারফিল্ডের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। এখন কপারফিল্ডের অবস্থা আরও খারাপ। ভয়ানক অস্থির তিনি, বিক্ষুব্ধ এবং উদভ্রান্ত। লেডবীটারের মুখের দিকে তাকিয়ে পাগলের মতো মাথা নাড়তে লাগলেন। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, কিছুই করতে পারলাম না। পেলাম না আমার মেরীর ছবি।

দিপু থামল। একটু উদাস হল, আনমনা হল।

এতক্ষণ দিপুর কোলে শিশুর মতো মুখ গুজে শুয়েছিল লাবণি। দিপু থামতেই মাথা সোজা করল সে। চোখ তুলে দিপুর মুখের দিকে তাকাল। গভীর আগ্রহের গলায় বলল, তারপর?

লাবণির মুখের দিকে তাকাল দিপু। গল্পটা তোমার ভাল লাগছে?

শেষ না হলে কী করে বলব!

শেষটা শুনলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।

বল। তাড়াতাড়ি বল।

দিপু আবার বলতে শুরু করল।

তীব্র শীতের এক ভোরবেলা লণ্ডনের ডিভনশায়ারের প্রান্তে একটি লেটেস্ট মডেলের বাড়ির দরজায় দ্রুত কলিংবেল বেজে উঠল। বাড়ির মালিক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। এত ভোরে এই ঘন কুয়াশা শীত এবং টিপ টিপ বৃষ্টিতে কেউ কারও কাছে আসে! যে এল সেই লোকটি পাগল নাকি!

দরজা খুলে তিতিবিরক্ত গলায় বাড়ির মালিক বললেন, কী চাই?

আমাকে একটা ছবি এঁকে দেবেন? আমার মেয়ের ছবি।

এই লোকটি আর কেউ নয়, সেই কপারফিল্ড।

কপারফিল্ডের চেহারা দেখে, কথা শুনে বাড়ির মালিক বিখ্যাত শিল্পী টমাস মান হতভম্ব হয়ে গেলেন। ফ্যালফ্যাল করে কপারফিল্ডের মুখের দিকে

তাকিয়ে রইলেন। কাপারফিল্ড বললেন, জানেন, আমার মেরী দেখতে খুব সুন্দর ছিল। নাক মুখ চোখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। যেন মেরী কোনও মানুষ নয়, যেন মেরী এক ছবি। হঠাৎ দেখলে মনে হত মেরী যেন এই পৃথিবীর বাসিন্দা নয়। মেরী যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কথাগুলো বলে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন কপারফিল্ড। ব্যাকুল করুণ চোখে তাকিয়ে রইলেন টমাস মানের দিকে।

কপারফিল্ডের অবস্থা দেখে মনটা নরম হল টমাস মানের। বললেন, ঠিক আছে, আপনার মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তাকে একবার দেখব। তারপর সিটিং দিতে বলব। তবে জানেন বোধহয়, আমার রেট অত্যন্ত হাই।

কপারফিল্ড হা হা করে উঠলেন। রেটের জন্য চিন্তা করবেন না। ছবি যদি ঠিক হয় তাহলে যত হাজার পাউন্ড আপনি চাইবেন আমি তা দিয়ে দেব।

তাহলে মেয়েকে নিয়ে আসবেন।

টমাস মানের কথা যেন শুনতে পেলেন না কপারফিল্ড। সঙ্গে পোর্টফোলিও ব্যাগ ছিল, ব্যাগ খুলে কতগুলো দোমড়ান মোচড়ান কাগজ বের করে শিল্পীর দিকে এগিয়ে দিলেন। শিল্পী দেখতে পেলেন প্রতিটি কাগজেই পেন্সিল দিয়ে আঁকা একটি যুবতী মেয়ের মুখ। কিন্তু বেশ কষ্ট করে বুঝতে হয় মুখটা মানুষের। অনভ্যস্ত, কাঁচা হাতে মানুষের মুখ আঁকার অক্ষম চেষ্টা।

টমাস মান যখন কাগজগুলো নেড়েচেড়ে দেখছেন, কপারফিল্ড বললেন, এই হচ্ছে আমার মেয়ের, আমার মেরীর ছবি। এসব দেখে আপনি ওর পোরট্রেট করে দিতে পারবেন?

টমাস মান বললেন, না। অসম্ভব। এসব স্কেচ থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তারপর তিনি একটু রাগলেন। কেন, মেয়েকে কি আমার কাছে পাঠাতে আপনার আপত্তি আছে?

কিন্তু টমাস মানের কথা যেন শুনতেই পেলেন না কপারফিল্ড। নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে, দূরাগত উদাস গলায় বললেন, আচ্ছা মিস্টার মান, আপনি কি কখনও পিক্টোরিয়াল বাইবেলে মেরী ম্যাগডালিনের সেই অনবদ্য ছবিটি

দেখেছেন? মেরী ম্যাগডালিন, বাইবেলের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী! দি লেডী অব দি রিমার্কেবল বিউটি!'আমার মেরী, আমার মেয়েও ছিল ঠিক ওই ওরকম। ঠিক ওই ওরকম রূপসী। পারবেন না, পারবেন না তার ছবি এঁকে দিতে?

টমাস মান কোনও কথা বললেন না। অবাক হয়ে কপারফিল্ডের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কপারফিল্ডকে খুবই এবনরম্যাল দেখাচ্ছে।

টমাস মান আস্তে করে বললেন, আমি ম্যাকডালিনের ছবি দেখিনি। তাছাড়া ম্যাগডালিনকে হুবহু এঁকে দিলে তো আর আপনার মেয়ের ছবি হবে না!

তারপর আবার রাগলেন টমাস মান। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, কিন্তু আপনার মেয়ের সিটিং দিতে অসুবিধা কী! তিনি কি এখানে নেই?

কপারফিল্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। না মিস্টার মান। সে কোথাও নেই।

মানে?

মেরী মারা গেছে।

হতবাক হয়ে কপারফিল্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেই বিখ্যাত শিল্পী টমাস মান। তারপর অসহায় গলায় বললেন, মৃত মানুষের ছবি আমি কেমন করে আঁকব?

দিপু একটু থামল। আর সেই ফাঁকে নিজের মুখটা শিশুর ভঙ্গিতে দিপুর কোলে গুঁজে দিল লাবণি। দুহাতে খুবই আদুরে ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরল দিপুর কোমর। ঘুম ঘুম, জড়ান গলায় বলল, তারপর? তারপর কী হল!

ট্রেনের রুমে মৃদু মোলায়েম একটা আলো জ্বলছে। ঝিকঝিক, ঝিকঝিক করে চলছে ট্রেন। দরজা জানালা বন্ধ বলে ছোট্ট রুমটি একেবারেই আলাদা, অন্যরকম হয়ে গেছে। এসি চলছে বলে বেশ শীতল, আরামদায়ক একটা ভাব। অদ্ভুত ভাল লাগছে রুমের ভেতরটি।

দিপু বলল, তোমার শীত করছে না তো!

লাবণি বলল, না।

লাগলে বলো, চাদর বের করে দেব।

আচ্ছা। এখন গল্পটা বল।

এটা কিন্তু গল্প নয়। সত্যি ঘটনা।

হোক, তুমি বল।

দিপু বলতে লাগল.....।

তারপর লিভারপুলের আর এক বিখ্যাত শিল্পীর কাছে গেলেন কপারফিল্ড। এই শিল্পীর নাম ডয়েলী। ডয়েলীকেও তিনি পাগলের মতো ওই একই কথা বললেন। একই ব্যাকুল অনুরোধ। সেই করুণ মিনতি। যেমন করে হোক এঁকে দিন আমার মেয়ের ছবি। আমি আমার মেরীর ছবি চাই।

ডয়েলীও টমাস মানের মতো বললেন, আপনার মেয়েকে না দেখে কেমন করে তার ছবি আঁকব!

কপারফিল্ড আর সেখানে দাঁড়ালেন না। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে দ্রুত অস্থির পায়ে এলেন হাইডপার্কের কাছে আরেক শিল্পীর বাড়ি। এই শিল্পী বয়সে তরুণ। এখনও তেমন নামডাক হয়নি। সেই শিল্পীকে ডেকে, কোনও ভূমিকা না করে উত্তেজনায় একেবারে ফেটে পড়লেন কপারফিল্ড। কী রকম শিল্পী হয়েছেন আপনারা! এত এত ছবি আঁকেন আর একটা সুন্দরী মেয়ের ছবি এঁকে দিতে পারবেন না?

তরুণ শিল্পী প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে কপারফিল্ডের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে কাঁচুমাচু গলায় বলল, দেখুন সুন্দরী তো অনেক রকমের হয়! তার নাক মুখ চোখ চুল সব মিলিয়ে তার সৌন্দর্য।

কপারফিল্ড বললেন, সে সবের আলাদা আলাদা বর্ণনা আর কী দেব! এক কথায় বলা যায় অপার্থিব তার সৌন্দর্য। মনে হয় যেন মুঠো মুঠো চাঁদের আলো দিয়ে গড়া তার দীঘল সুন্দর দেহ।

তরুণ শিল্পী আগের মতোই তাকিয়ে রইল কপারফিল্ডের দিকে। কিন্তু কপারফিল্ড একবারও তাকালেন না তাঁর দিকে। নিজের মতো করে, স্বপ্নময় আবেগের গলায় বর্ণনা করে গেলেন মেয়ের রূপ সৌন্দর্য। আর যৌবনবতী রূপসী নারীর অপরিসীম সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনতে শুনতে সেই শিল্পীর মনের অবচেতনায় ফুটে উঠল অচেনা, অপূর্ব সুন্দর এক তরুণীর মুখ। সেই মুখ দেখে কল্পনায় বিভোর হল শিল্পী। তবে সে কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই বাস্তবে ফিরে এল সে। স্পষ্ট গলায় বলল, আপনার মেয়ে সিটিং না দিলে তার ছবি আঁকা সম্ভব নয়। সিটিং ছাড়া ছবি হবে না।

সেই শিল্পীকেও কপারফিল্ড তারপর জানিয়েছিলেন সেই মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর

সত্য। তাঁর মেয়ে ইহলোকে নেই। শুনে সেই যুবশিল্পী ব্যথিত হয়েছিল। তার ব্যথিত মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে দুঃখী ভঙ্গিতে ফিরে গিয়েছিলেন কপারফিল্ড।

তবে তার পরদিন থেকেই শাদা ধপধপে ক্যানভাসে তুলি বুলাতে শুরু করেছিল সেই শিল্পী। কপারফিল্ডের মুখে তাঁর মেয়ের রূপ বর্ণনা শুনে অবচেতন মনে যে অচেনা অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর মুখ ভেসে উঠতে দেখেছিল সে, সেই কল্পনার ছবিই আঁকতে শুরু করল। আঁকছে, আঁকছে এসময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। ছবি আঁকা বন্ধ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল শিল্পী। দরজা খুলল। বাইরে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন থরথর করে কাঁপছে সে। মুখ দেখে বোঝা যায় ভেতরে যেন তার তীব্র উত্তেজনার ঝড় বয়ে চলেছে।

শিল্পীকে দেখেই সে বলল, আমার একটা পোরট্রেট এঁকে দেবেন! প্লিজ। তবে আমি কিন্তু একবারে মিনিট পনের কুড়ির বেশি সিটিং দিতে পারব না। আমার এই ছবির জন্য আপনি বেশ মোটা ফি পাবেন। যত টাকা চাইবেন তত টাকাই পাবেন।

আর্টিস্ট সেই যুবতীর কথা শুনবে কী, অপলক চোখে তাকে তখন সে দেখছে। গ্রীকভাস্কর্যের কোনও দেবীর মতো অনিন্দ্য সুন্দর এক রমণীমূর্তি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় রক্তমাংসের কোনও নারী নয়। কেমন এক অপার্থিব, অলৌকিক সৌন্দর্য নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে শিল্পীর সামনে। যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে শিল্পীর মনে হল, কপারফিল্ডের মেয়ের রূপের বর্ণনার সঙ্গে কোথায় যেন এর একটা মিল আছে।

শিল্পী ছবি আঁকতে শুরু করল।

সেদিন সেই যুবতী যে ক'মিনিট সিটিং দিল তাতেই ছবির কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেল।

পরদিন আবার ঠিক সেই সময় এল সে। শিল্পীর মনে হল যেন ভোরের শিশিরে ভেজা একটি গোলাপ তার ঘর আলো করে এসে দাঁড়াল। শিল্পী স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

মৃদু হেসে যুবতী বলল, হা করে তাকিয়ে দেখছেন কী! নিন, শুরু করুন।

শিল্পী ছবি আঁকতে শুরু করল।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে আগের দিন যে ক'মিনিট সিটিং দিয়েছিল সে, আজ সেই ক'মিনিট পূর্ণ হতেই ছটফট করে উঠল যুবতী। অস্থির গলায় বলল, আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে পারব না। আমার সময় শেষ। বলে ঝড়ের বেগে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, শুনুন, এক ভদ্রলোক এসে আমার এই ছবিটা চাইবেন। ছবিটা বিক্রি করে তাঁর কাছ থেকে অনেক টাকা পাবেন আপনি। যত চাইবেন তত পাবেন।

শিল্পী হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল যুবতী।

এসবের কয়েকদিন পর অসময়ে হঠাৎ একদিন সেই শিল্পীর কাছে এসে হাজির হলেন কপারফিল্ড। এখন তাঁর অবস্থা আরও খারাপ। প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছেন তিনি। সেই যুবশিল্পীকে ডেকে বললেন, করলেন না, আপনি আমার মেয়েটির ছবি এঁকে দেয়ার কোনও ব্যবস্থা করলেন না!

তারপরই দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন শিল্পীর দুহাত। অনুনয়ের গলায় বললেন, আমি আমার মেয়ের চেহারার ডিটেলস বিবরণ দিয়েছি। পারেন না, ওই বিবরণের ওপর নির্ভর করে পারেন না আমার মেরীর একটি ছবি এঁকে দিতে!

কথা বলতে বলতে উদগত কান্নায় বুজে এল কপারফিল্ডের গলা। শিল্পী খুব বিব্রত বোধ করল। কী করে, কেমন করে কপারফিল্ডকে শান্ত করবে সে! কেমন করে মিটাবে তাঁর তীব্র আকুতি!

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল অপরিচিত সেই অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর কথা। তার যে ছবি সে এঁকেছে সেই ছবিটা একবার কপারফিল্ডকে দেখান যাক। যদি তাঁর মেয়ের ছবির বিন্দুমাত্র আদল ওই ছবিটার মধ্যে তিনি পেয়ে যান তাহলে হয়ত খানিকটা সান্ত্ব না তিনি পাবেন।

দ্রুত নিজের স্টুডিওতে গিয়ে ঢুকল শিল্পী। সেই ছবিটা এনে কপারফিল্ডের চোখের সামনে তুলে ধরল। দেখুন তো আপনার মেয়ের মতো কী না! মানে এই ছবিটার সঙ্গে আপনার মেয়ের চেহারার কোনও মিল আছে কি না!

ছবিটা দেখে কপারফিল্ড একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, আরে, আরে এ কী! করেছেন কী আপনি? কী করে পারলেন? এই তো আমার মেয়ে! এই তো আমার মেরী। অবিকল, অবিকল সে। এই তো মেরী।

ছবিটা দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কপারফিল্ড। তীব্র উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। উদভ্রান্তের মতো বললেন, কিন্তু এই পোরট্রেট আপনি করলেন কী করে! স্পেশিমেন কোথায় পেলেন!

শিল্পীর তখন চরম হতবাক অবস্থা। কোনও রকমে বলল, মেয়েটি নিজেই আমার কাছে এসেছিল।

কী করে, কী করে তা সম্ভব! মেরী তো মারা গেছে! মেরী তো মৃত!

শিল্পী কোনও জবাব দিতে পারল না।

দিপু থামল।

দিপুর কোল থেকে মুখ তুলে তার মুখের দিকে তাকাল লাবণি। সত্যি তো! এ কী করে সম্ভব! মৃত মানুষ ফিরে আসে কী করে!

দিপু মৃদু হাসল। ফিরে আসতে পারে।

বল কী! শুনতে অদ্ভুত লাগছে আমার।

অনেক অদ্ভুত ঘটনা এই পৃথিবীতে ঘটে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা রহস্যের কোনও অন্ত নেই। তবে এই আশ্চর্য এবং অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে প্রেততত্ত্ববিদ লেডবীটার বলেছেন, কপারফিল্ড তাঁর মৃত কন্যার জন্য বড় বেশি আকুল হয়েছিলেন। এই আকুলতার ফলেই মেরীর বিদেহী আত্মা তার পিতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এমন একজন শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়েছিল যে তার ছবি আঁকতে পারবে।

তার মানে ওই শিল্পীর কাছে মেরী সত্যি সত্যি এসেছিল কী না, দু দুটো সিটিং দিয়েছিল কী না তা কেউ বলতে পারবে না?

কেন পারবে না! সে তো এসেছিল! সিটিং দিয়েছিল। আত্মা শুধু অস্তিত্বই নয়, আত্মা রীতিমত আবির্ভূত হয়। আর্টিস্টের ক্যানভাসে ধরা দেয়।

লাবণি উদাস গলায় বলল, এই ব্যাপারটির মূলে কী রয়েছে জান? ভালবাসা। হৃদয়ের টান। শুধু ভালবাসা, শুধু হৃদয়ের টানে মেরী ফিরে এসেছিল পৃথিবীতে। ওই শিল্পীর কাছে এসে মিটিয়ে দিয়েছিল পিতার অতৃপ্ত হৃদয়ের হাহাকার।

লাবণির কথা শুনে মুগ্ধ হল দিপু। ঠিক বলেছ। আসলেই তাই। ভালবাসার টানে মানুষ যে মরেও ফিরে আসতে পারে এরকম প্রমাণও আছে পৃথিবীতে।

একটি দুটি নয়, অনেক প্রমাণ আছে। আমি তোমাকে এরকম একটি গল্প বলব।

বল।

এখন নয়।

তাহলে কখন?

কক্সবাজারে গিয়ে। নির্জন দুপুরে আমাদের কটেজের বেডরুমে শুয়ে শুয়ে বলব।

আচ্ছা।

তারপরই উঠল দিপু।

লাবণিও উঠল। কী হল?

তোমার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিই। চাদর টাদর বের করে দিই।

তোমার দিতে হবে কেন?

তুমিই না বললে!

এমনি বলেছি। তুমি বস। আমিই সব ঠিক করছি।

তোমার একা করবার দরকার নেই। চল দুজনে মিলেই করি।

দিপু এবং লাবণী প্রায় এক সঙ্গেই উঠল।

ওপর নিচের দুটো সিটেই রেলওয়ে থেকে দেয়া চাদর কম্বল বালিশ এসব আছে। ওপরের সিটে চাদর বিছানোই আছে। পায়ের কাছে রাখা আছে কম্বল, মাথার কাছে বালিশ। নিচের সিটেও একই ভাবে ছিল জিনিসগুলো। বসার আগে ওগুলো গুটিয়ে ওপরের সিটে তুলে রেখেছিল দিপু।

সুটকেস খুলে একটা বেডসিট আর একটা কম্বল বের করল লাবণি। দেখে দিপু খুবই অবাক হল। কম্বল বেডসিট এসবও তুমি এনেছ নাকি!

লাবণি হাসল। আনব না!

কেন?

তুমি জান আমার কিছু অন্যরকমের অভ্যেস আছে। শীতে মরে গেলেও রেলওয়ের এই চাদরে আমি শুতে পারব না। এই কম্বল আমি গায়ে দিতে পারব না।

তাহলে একটা বালিশও নিয়ে আসতে।

লাবণি হাসল। বালিশ আনিনি ঠিকই তবে বালিশ ব্যবহারের একটা আইডিয়া মাথায় আছে।

কী রকম?

রেলওয়ের বালিশগুলো দেখ, খুব পাতলা। খুব তুলতুলে।

হ্যাঁ এরকম একটি বালিশে শোয়া মুসকিল।

একটিতে শুতে হবে না।

তাহলে! বুঝেছি, ওই যে, 'এক বালিশে দুই মাথা'।

আরে না। প্রথমে রেলওয়ের কম্বলটা ভাজ করে বালিশের মতো করব। তার ওপর রাখব ওদের বালিশ।

তার ওপর রাখবে নিজের মাথা!

লাবণি হাসল। তা তো রাখবই। তবে মাঝখানে আর একটা ব্যাপার আছে।

সেই ব্যাপারটি কী?

আমার শুচিবাই।

মানে?

রেলওয়ের বালিশ কম্বল আমি ব্যবহার করব ঠিকই, চাদরও ব্যবহার করব তবে তার মাঝখানে অনেক ব্যাপার আছে।

সুটকেস থেকে আকাশি রঙের সুন্দর একটা টাওয়েল বের করল লাবণি।

দিপু বলল, টাওয়েলের তাৎপর্য কী!

আছে। এক্ষুণি বুঝবে।

বোঝার দরকার নেই তুমি আমাকে বল।

তুমি বুঝতে পারনি?

না।

আচ্ছা এই মাথা নিয়ে তুমি ছাত্র পড়াও কি করে?

কেন, মাথার সমস্যা কী?

যাবতীয় সমস্যাই তো দেখছি তোমার মাথায়। তুমি তো কিছুই বুঝতে পার

না।

না বুঝালে পারব কী করে! তবে টাওয়েলের ব্যবহার সম্পর্কে আমার পরিষ্কার জ্ঞান আছে। গোসল করে শরীর মোছার কাজে টাওয়েল ব্যবহৃত হয়। মুখ হাত ধুয়ে, ওসব মোছার কাজে ব্যবহৃত হয়। অফিসের বড় সাহেবদের চেয়ারের পেছনে অকারণে একটি টাওয়েল রাখা থাকে। টাওয়েলের সব চাইতে ভাল ব্যবহার হয় সেলুনে। দুটো তিনটে টাওয়েল বিভিন্ন এঙ্গেলে কাস্টমারের গায়ে প্রথমে জড়িয়ে দেয় সেলুনের নাপিতরা তারপর চুল কাটে লোকের, দাড়ি কামায়। মহিলারা ভেজা চুলে টাওয়েল জড়িয়ে রাখতে ভালবাসে। কোনও কোনও অযথা আধুনিক লোক বাথরুম থেকে টাওয়েল পরে বেরিয়ে আসে। তারপর অন্য পোশাক পরে। কোনও কোনও মেয়েও গোসল করার পর টাওয়েল জড়ায় শরীরে। তবে সেগুলো সামান্য বড় টাওয়েল। বুক এবং কোমরের তলার খানিকটা অব্দি এক টাওয়েলে ঢেকে ফেলতে পারে তারা। তবে ওগুলো সিনেমাতেই বেশি দেখা যায়। কিংবা টাওয়েলের বিজ্ঞাপনে। অবশ্য নবজাতক শিশুদের জড়িয়ে রাখার কাজে, বিছানা এবং গায়ে দেয়ার কাজেও নরম টাওয়েল ব্যবহার করা হয়। চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ইত্যাদি মোছার কাজেও টাওয়েল ব্যবহার করে অনেকে। টাওয়েলের একটি ডাক নামও আছে। ঝারন। টাওয়েল পিটিয়ে পিটিয়ে ঘরের আসবাবপত্র ঝাড়ে অনেকে। এজন্য ওই নাম।

লাবণি গম্ভীর গলায় বলল, লেকচার শেষ?

দিপু হাসল। শেষ। তবে ইচ্ছে করলে আরও দেয়া যায়। এই লেকচারের নাম কী জান? টাওয়েল লেকচার। আচ্ছা শোন, টাওয়েল লেকচার দিতে দিতে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল। আমি আমার পিএইচডির সাবজেক্ট পেয়ে যাচ্ছি। একেবারেই অন্যরকম সাবজেক্ট। এই ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে পৃথিবীতে কেউ কখনও গবেষণা করেনি।

সাবজেক্টটা কী?

টাওয়েল।

মানে?

হ্যাঁ। টাওয়েল। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে টাওয়েলের ব্যবহার। এই হচ্ছে থিসিসের সাবজেক্ট।

দিপু যে রকম ভাবগম্ভীর গলায় কথা বলছিল লাবণিও প্রায় সেরকম গলায়ই

বলল, করতে পার। সাবজেক্টটায় নতুনত্ব আছে।

তা আছে।

তবে টাওয়েলের সর্বশেষ ব্যবহারটা তুমি আমার কাছে একটু দেখে নাও।

ঠিক আছে। দেখাও।

তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করতে হয়।

কী সাহায্য? বল করছি।

প্রথমে ওপরের সিটের বালিশ কম্বল চাদর সব নিচে নামাও।

তা না হয় নামালাম। কিন্তু আমি শোব কী করে?

সেসব তোমাকে পরে বলছি। আগে কাজটা কর।

ওপরের সিট থেকে সঙ্গে সঙ্গে জিনিসগুলো নামাল দিপু।

লাবণি বলল, তাহলে রেলওয়ের থেকে দেয়া আমাদের জিনিস দাঁড়াল দুটো বিছাবার চাদর, দুটো কম্বল আর দুটো বালিশ।

হ্যাঁ।

প্রথমে এই সিটে ওই চাদর দুটো একটার ওপর আরেকটা বিছিয়ে ফেল।

ফেললাম।

কোনও কথা নয়। যা বলব নিঃশব্দে করবে।

ওকে ম্যাডাম।

চাদর বিছাও।

নিচের সিটে রেলওয়ের চাদর একটার ওপর আরেকটা বিছিয়ে ফেলল দিপু।

লাবণি বলল, এবার কম্বল দুটো বালিশের আকৃতিতে ভাজ করে পাশাপাশি মাথার কাছে রাখ।

দিপু তাই করল।

এবার দুটো ভাজ করা কম্বলের ওপর রাখ দুটো বালিশ।

দিপু সেভাবে রাখল।

এবার তুমি সরে যাও।

দিপু সরে গেল।

সুটকেস থেকে বের করা নিজের বেডসিটটি এবার সিটের ওপর সুন্দর করে বিছাল লাবণি। বেডসিটটি বেশ লম্বা, বেশ চওড়া। দুভাজ করার পরও পুরো সিট কাভার করল সেটি। পায়ের দিক থেকে বালিশের ওপর অব্দি স্বচ্ছন্দে ঢাকা পড়ল এবং চমৎকার একটি বিছানা হয়ে গেল।

কাজটি করে হাসিমুখে দিপুর দিকে তাকাল লাবণি। কেমন বিছানা?

দিপু কথা বলল না।

লাবণি অবাক হল। কথা বলছ না কেন?

তুমি তো কথা বলার পারমিশান দাওনি। মুখ বন্ধ রাখার অর্ডার দিয়েছ।

অর্ডার উইথড্র করলাম।

বল কথা বলার পারমিশান দিলাম।

বললাম।

তাহলে বলি চমৎকার বিছানা হয়েছে।

কিন্তু নিচের বেডসিট বিছাবার আগের কাজগুলো তোমাকে দিয়ে করালাম কেন বল তো?

বলতে পারব না।

এইজন্য দায়ী আমার শুচিবাই। ওসব চাদর বালিশ কম্বল ধরতে আমার ঘেন্না করছিল।

ঠিক আছে এরপর থেকে তোমার যত ঘেন্নার কাজ সব আমাকে করতে বলবে আমি করে দেব। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। এমন কি তোমার বাথরুমও আমিই সেরে দেব।

একথায় খিলখিল করে হেসে উঠল লাবণি।

দিপুও হাসল। হাসতে হাসতে বলল, এবার তাহলে টাওয়েলের ব্যবহারটা দেখাও।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের টাওয়েলটি বালিশের ওপর মেলে দিল লাবণি।

দিপু বলল, বুঝেছি বুঝেছি। অনেকে বালিশের ওপর টাওয়েল দিয়ে ঘুমোয়। আমি ঘুমোই না।

তাহলে আজ বিছালে কেন?

কোনও রকমেই যেন রেলওয়ের বালিশ কম্বলের গন্ধ নাকে এসে না লাগে।

কিন্তু ওসবের ওপর তো আমাদের বেডসিট বিছানোই হয়েছে।

তবুও নিশ্চিত হতে পারছি না।

তারপরই খোলা সুটকেস থেকে ফেবরিক ডিওডোরাইজার বের করে বিছানায় ছড়িয়ে দিল লাবণি। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধে ভরে গেল ছোট্ট রুমটি। বিছানা ভরে গেল। রুমটিকে কিছুতেই আর রেলওয়ের রুম মনে হল না। মনে হল এ এক অন্যভুবন।

রুমের চারদিকে একবার তাকিয়ে, বিছানার দিকে তাকিয়ে লাবণি মুগ্ধ গলায় বলল, এখন থেকে এই রুম হচ্ছে আমাদের এক টুকরো স্বর্গ। এই স্বর্গে গভীর ভালবাসাবাসিতে কাটবে আমাদের রাত।

দিপু কোনও কথা বলল না, মুগ্ধ চোখে লাবণির দিকে তাকিয়ে রইল।

ফেবরিক ডিওডোরাইজার ইত্যাদি সুটকেসে রেখে, সুটকেস বন্ধ করে হঠাৎ দুহাতে দিপুর গলা জড়িয়ে ধরল লাবণি। স্বপ্নমাখা গভীর আবেগের গলায় বলল, আমাকে তুমি কোলে নাও। কোলে করে নিয়ে যাও বিছানায়।

দিপু কথা বলল না। নরম ভঙ্গিতে পাঁজা কোলে নিল লাবণিকে। লাবণি তখনও দুহাতে জড়িয়ে রেখেছে তার গলা। মুখটা শিশুর মতো গুঁজে রেখেছে তার গলার কাছে। যেন এখন লাবণি আর লাবণি নয়, যৌবনবতী সদ্য বিবাহিতা কোনও নারী নয়। যেন লাবণি এখন নরম কোমল আদুরে এক শিশু। শিশুর মতোই দিপুর কোলে মিশে আছে সে।

লাবণিকে কোলে নিয়ে বিছানায় বসল দিপু। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল রুমের আলো। সঙ্গে সঙ্গে গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল তাদের রুম।

এই অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পায় না ওরা। গভীর ভালোবাসায় পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে বসে থাকে। নির্জন রাতের ট্রেন তখন দুলে দুলে ছুটছে। ঝিকঝিক, ঝিকঝিক।

লাবণি সেই স্বপ্নের মতো গলায় একসময় বলল, এই এতটুকু বিছানায় দুজন দুজনকে জড়িয়ে শুয়ে থাকব আমরা। আমরা দুজন আর দুজন থাকব না।

দুজন মিলেমিশে একজন হয়ে যাব। তুমি হবে আমি, আমি হব তুমি।

লাবণিকে বুকে জড়িয়েই শুয়ে পড়ল দিপু। ফিসফিসে গলায় হৃদয়ের গভীর থেকে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে কত যে ভালবাসি তুমি তা জান না!

আরও গভীর করে দিপুকে জড়িয়ে ধরল লাবণি। যেন নিজের মুখখানি লুকিয়ে দিতে চাইছে দিপুর বুকে এমন করে দিপুর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, আমিও যে তোমাকে কী ভালবাসি সে তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। তুমি আমার জান, তুমি আমার হৃদয়, আমার আত্মা। মরেও বোধহয় তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না আমি। তোমার ভালবাসার টানে ফিরে আসব।

দিপু কোনও কথা বলল না। হঠাৎ করেই বুকের ভেতর তার ঠেলে উঠল আশ্চর্য কষ্টের এক কান্না। বুকটা যেন ফেটে যেতে চাইল। কেন যে এমন হল দিপুর, দিপু তা বুঝতে পারল না।

ভালবাসার গভীর কষ্টে কি এমন করে কখনও কখনও কান্না পায় মানুষের!

এই হচ্ছে হানিমুন কটেজ!

তাই নাকি! বাহ বেশ সুন্দর তো!

দিপু বেশ একটা অহংকারের হাসি হাসল। সুন্দর না হলে বউ নিয়ে দিপু সাহেব এখানে আসতেন না।

লাবণি ভুরু কোঁচকাল। এত বউ বউ করো না তো! শুনতে ভাল লাগে না।

বউকে বউ বললে শুনতে কোনও মেয়ের ভাল লাগে না এরকম কথা জীবনে প্রথম শুনলাম। আমি জানি বউ বললে মেয়েরা খুশি হয়।

আমি খুশি হই না। আমি সব মেয়ের মতো নই।

তুমি তাহলে কেমন?

জান না আমি কেমন!

কিছু কিছু জানি। কিন্তু এটা বুঝতে পারলাম না। এই যে বউ বউ করতে মানা করলে ওটার মানে কী!

বউর চে প্রেমিকা কথা শুনতে বেশি ভাল লাগে আমার।

তুমি তো আমার প্রেমিকাও। আগে প্রেমিকা, পরে বউ।

আগে পরের কোনও ব্যাপার নেই। আমি সব সময়ই তোমার প্রেমিকা।

আচ্ছা ঠিক আছে।

লাবণি একটু থেমে বলল, প্রেমিকা হচ্ছে হৃদয়ের ব্যাপার আর বউ হচ্ছে অভ্যেস।

কথাটা মেনে নিল দিপু। তা ঠিক।

লাবণি বলল, যে কদিন এই কটেজে থাকব আমরা, সমুদ্রের কাছে থাকব ততদিন আমি তোমার প্রেমিকা। তুমি আমার প্রেমিক। তারপর যখন ফিরে যাব তখন তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী।

ঠিক আছে। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। প্রেমিকা নিয়ে কেউ হানিমুনে আসে? আমি যতদূর জানি বিয়ের পর পর নবদম্পতি নিভৃতে সময় কাটাতে পরস্পরকে গভীর করে পেতে, ভালবাসতে আসে হানিমুনে।

আমরাও তাই এসেছি।

তাহলে তুমি আমি যে স্বামী স্ত্রী এ তো অস্বীকার করার কোনও উপায় দেখছি না।

অস্বীকার কে করছে?

তুমি।

লাবণি চোখ পাকিয়ে দিপুর দিকে তাকাল। ফাজলামো করো না। প্রেমিক প্রেমিকা কথাটা অনেক রোমান্টিক। শুনলেই হৃদয়ে এসে আছড়ে পড়ে

সমুদ্রের ঢেউ। হৃদয় উথালপাথাল করে সমুদ্রের হু হু হাওয়ায়।

লাবণির কথায় চোখ দুটো অন্যরকম হয়ে গেল দিপুর। মুগ্ধ চোখে লাবণির দিকে খানিক তাকিয়ে রইল সে। তারপর আশ্চর্য সুন্দর গলায় বলল, এজন্যই তোমাকে আমি এত ভালবাসি। তুমি খুব রোমান্টিক মেয়ে। তোমার মতো মেয়ের প্রেমিক হওয়া মানে পুরুষজন্ম সার্থক হওয়া।

লাবণি তারপর আর কোনও কথা বলল না। ঘুরে ঘুরে কটেজের ভেতরটা দেখতে লাগল।

কটেজটি অপূর্ব সুন্দর ছিমছাম। ছোট্ট সুন্দর একটা বেডরুম। বেশ গোছানো রুমটা। একপাশে চমৎকার বেড। মাথার কাছে একটা ওয়ার্ডরোব আর একপাশে একটা ড্রেসিংটেবিল। এটাচড বাথ আছে। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। চমৎকার অবস্থা রুমটির।

বেডরুমের সঙ্গে মাঝারি ধরনের ড্রয়িং কাম ডাইনিং।

একপাশে বেতের সুন্দর এক সেট সোফা অন্য পাশে গোল ছোট্ট একটি ডাইনিং টেবিল। দুটো মাত্র চেয়ার টেবিলটায়। তারপর এক চিলতে কিচেন।

কিচেনটা দেখে খুবই অবাক হল লাবণি। কিচেন কেন?

দিপু বলল, বাহ কিচেন থাকবে না?

হানিমুনে এস লোকে রান্নাবান্না করে খাবে?

কেউ কেউ খায় তো!

তাই নাকি!

হ্যাঁ। আমার তো মনে হয় সেটা একটা আলাদা মজা। ভবিষ্যতে কেমন করে সংসার করবে তার একটা প্রাকটিস এখানে হানিমুন করতে এসে করে যায়। ধরো ছেলেটা সকালবেলা একটা ব্যাগ হাতে কেরানিদের মতো বাজারে চলে গেল। মাছ তরকারি কিনে আনল। বউটা সেসব কেটেকুটে রান্নাবান্না করল। বউটা যখন রান্নাবান্না করছে স্বামীটা হয়তো তাকে এটা ওটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছে। টুকটাক গল্প করছে। এভাবে বেশ একটা অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। খেতে বসে বউটির রান্নার প্রশংসায় হয়তো পঞ্চমুখ হচ্ছে স্বামী। ব্যাপারগুলো বেশ অন্যরকম না!

আসলেই অন্যরকম।

এজন্যই হানিমুন কটেজে কিচেন থাকে।

শোন, তুমি একদিন ওরকম বাজারে যাবে। বাজার করে আনবে, আমি রান্না করব। তুমি যেভাবে বললে ঠিক ওভাবে দিনটা কাটাব আমরা। তারপর খেয়ে দেয়ে ঘন্টা দুয়েকের একটা ঘুম দিয়ে বিকেলে যাব সমুদ্রে।

তুমি না বললে প্রতিদিন সকালেও একবার যাবে সমুদ্রে?

সেদিন যাব না।

ঠিক আছে। কিন্তু আজ কখন যাবে?

এখুনি চল।

না এখন যাওয়া ঠিক হবে না। এই ভর দুপুরে কেউ সমুদ্রে যায় না। এক্ষুণি তো এলাম। ক্লান্তও লাগছে। চল এখন খেয়ে টেয়ে রেস্ট নিই। তারপর বিকেলের মুখে মুখে যাব সমুদ্রে।

ঠিক আছে। কিন্তু খাবে কোথায়?

আশেপাশে পর্যটনের হোটেল ভর্তি। যে কোনওটায় গিয়ে খেয়ে আসব।

সবসময় গিয়ে গিয়ে খেতে হবে?

না। চাইলে এখানে বসেও খেতে পারবে। কটেজে আমাদেরকে সার্ভিস দেয়ার জন্য লোক আছে। ডাকলেই আসবে ওরা। ওই যে দেখ ডাইনিং টেবিলের ওপর মেনু আছে। যে যে খাবারের অর্ডার দেবে সব চলে আসবে।

তাহলে এখুনি অর্ডার দাও। হোটেলে গিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে না। এখানে বসেই খাই। অর্ডারটা তাহলে তুমি দাও।

না তুমি।

কেন?

আমি বাথরুমে ঢুকব।

তাহলে বলে দাও কী অর্ডার দেব? ভাত সবজি ডাল আর রূপচাঁদা ফ্রাই।

ঠিক আছে।

দিপু বেয়ারা ডাকতে যাবে। লাবণি বলল, আচ্ছা শোন, এই শব্দটা কিসের?

দিপু অবাক হল। কোন শব্দটা?

ওই যে কেমন শো শো শো শো শব্দ!

দিপু কান খাড়া করল। তারপর হেসে ফেলল। আরে বোকা ওটাই তো সমুদ্রের শব্দ।

বল কী! এখান থেকে সমুদ্র কতদূর?

এই ধরো আধমাইল।

এত দূর থেকে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে!

যাবে না। সমুদ্রের শব্দ অনেকদূর থেকে পাওয়া যায়।

লাবণি শিশুর মতো একটি ভঙ্গি করল। ইস আমার যে কেমন লাগছে না! অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে। সেই অনুভূতির কথা তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। কোনও কোনও অনুভূতি আছে যার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। যেমন ধরো প্রথম যেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে ভালবাসি, শুনে আমার কী রকম এক অনুভূতি হয়েছিল, সেই অনুভূতি আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। তারপর আরও কত রকমভাবে কাছাকাছি হলাম আমরা। শরীরের একটি করে রহস্য উন্মোচিত হল। প্রতিটি রহস্যের পেছনে জমা হল আমার একেকটি নতুন, অচেনা অনুভূতি। সেইসব কোনটিরই ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না। সমুদ্রের সঙ্গে আমার এখনকার অনুভূতিটা ঠিক তেমন। এই অনভূতির আমি কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারব না।

দিপু বলল, সমুদ্রের কাছে গেলে তোমার তো তাহলে হবে সম্পূর্ণ আর এক অনুভূতি!

তা তো হবেই।

সেই অনুভূতি কিন্তু সময়ের সঙ্গে আবার বদলাবে। ভোরবেলার সমুদ্র একরকম, দুপুরবেলা আরেক রকম। বিকেল বেলার আরেক রকম। সন্ধ্যা, রাত, রাতের বিভিন্ন প্রহরে, বিভিন্ন চরিত্র সমুদ্রের। বিভিন্ন সৌন্দর্য। প্রতিটি সৌন্দর্যই তোমার অনুভূতিকে বদলে দেবে। সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রের জলে যখন ডুব দেয় সূর্য তখনকার দৃশ্য মনের ভেতর যে অনুভূতির জন্ম দেবে তোমার, ভোরবেলা জলের ভেতর থেকে মুখ তোলা সূর্যের রূপ দেখে সেই অনুভূতি

বদলে যাবে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া সমুদ্র দেখে যে অনুভূতি হবে, অন্ধকার সমুদ্র দেখে হবে আরেক অনুভূতি। পৃথিবীর প্রতিটি মহান সৌন্দর্যই এমন। মুহূর্তে মানুষের অনুভূতিকে বদলে দেয় তারা।

লাবণি বলল, প্রেমের মতো।

ঠিক তাই। প্রেমের অনুভূতি যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায় মানুষের মন, প্রকৃতির কোনও কোনও সৌন্দর্যও তেমন করে বদলে দেয় মানুষকে।

সমুদ্রের গর্জন শুনেই তো কেমন লাগছে আমার। সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে না জানি কেমন লাগবে!

লাবণির মুখের দিকে তাকিয়ে দিপু মুগ্ধ গলায় আবৃত্তি করতে লাগল,

হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা; মন হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই নাই তোমার সান্ত্বনা;
যুগযুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ-আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহাদ্বীপ মহাবন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যগানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
হানিছে তরঙ্গ তব। সব রূপ সব নৃত্য তার
ফেনিল তোমার নীলে বিলীন দুলিছে একাকার।
স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন,
জলে তব এক গান, অব্যক্তের অস্থির গর্জন।

দিপুর হাত ধরে মুগ্ধ গলায় লাবণি বলল, কার কবিতা?

আর কার, বুড়োর।

রবীন্দ্রনাথ?

শোন, এখন আর কবিতা নয়। কবিতা হবে বিকেলে, সমুদ্রতীরে। সন্ধ্যেয়, রাতে। আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে তখন তখন দেখি খাবার [illegible] খাওয়া দাওয়া সেরে তোমার বুকের কাছে শুয়ে সেই গল্পটা যেন আমি শুনব। কালরাতে যে গল্পটার কথা তুমি বলেছ।

আচ্ছা। আর আশ্চর্য ব্যাপার কী জান, গল্পটি সমুদ্র নিয়েই।

ইস আমি মরে যাব।

এখন মরতে হবে না। এখন বাথরুমে ঢোক।

লাবণি উচ্ছল ভঙ্গিতে বাথরুমে ঢুকে গেল।

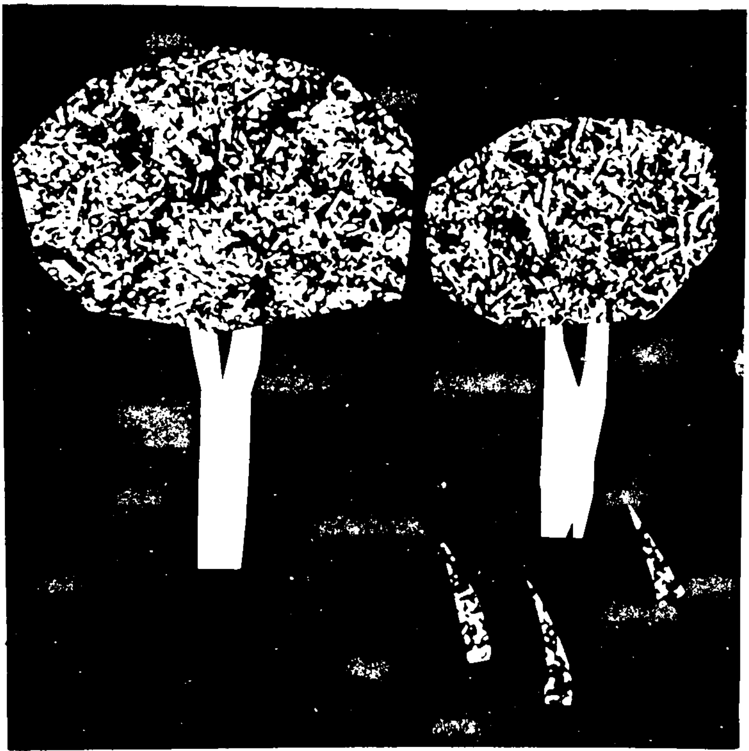

দুপুরের পর আশ্চর্য রকমের শান্ত নির্জন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের শব্দ, সমুদ্র জুড়ে বয়ে যাওয়া উতল হাওয়ার শব্দ। শো শো, শো শো। সেই শব্দ যেন নির্জনতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কোনও কোনও শব্দ যে নির্জনতা কমায় না, বাড়িয়ে দেয়, এই প্রথম লাবণি তা টের পেল। শব্দ আছে তারপরও যেন নেই। শব্দ যেন হয়ে গেছে অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ!

কটেজের ভেতর ছায়াময় মায়াবী একটা ভাব। কী রকম ঘুম ঘুম স্বপ্নময় একটা পরিবেশ। হাওয়ায় ভাসছে মিষ্টি একখানা সুবাস, বিছানা থেকেও আসছে।

খানিক আগে খাওয়া দাওয়া শেষ করেছে ওরা দুজন। তারপর রুমে এয়ারফ্রেসনার স্প্রে করেছে লাবণি, বিছানায় ছড়িয়েছে ফেবরিক ডিওডোরাইজার। ফলে অপূর্ব এক সুবাসে সুবাসিত হয়েছে কটেজ। কটেজ

যেন এখন আর কোনও কটেজ নয়, কটেজ যেন এখন স্বর্গের এক টুকরো উদ্যান।

দিপু আগেই শুয়ে পড়েছিল। লাবণি গিয়ে বসল পাশে।

দিপু বলল, শোবে না?

লাবণি মুখ গোমড়া করে বলল, না।

দিপু অবাক হল। কেন?

তোমার জন্য।

আমি আবার কী করলাম?

খেয়েদেয়ে স্বার্থপরের মতো শুয়ে পড়লে! আমাকে তো একবার ডাকলেও না!

দিপু হাসল। ও এই কথা! আচ্ছা এখন ডাকছি। ওগো শুনছ! এসো শুই।

এ কথায় লাবণি একেবারে তেড়ে উঠল। মারব কিন্তু।

কেন?

এরকম ভাষায় আমাকে কখনও ডাকবে না!

ভাষার আবার সমস্যা কী হল!

কী হয়েছে সে তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই ওই একটি কথা, যে কদিন এখানে থাকব আমরা সে কদিন আমরা এক অন্য জগতের মানুষ। যে জগতের নাম ভালবাসা। এখানে আমাকে তুমি ডাকবে ভালবাসার ভাষায়, আমি সাড়া দেব ভালবাসার ভাষায়।

ওগো হ্যাঁগো করে ডাকার মধ্যেও কিন্তু এক ধরনের ভালবাসা আছে, রোমান্টিকতা আছে।

তা আছে। কিন্তু সেই ভালবাসা গৃহস্থালীর, সেই রোমান্টিকতা গৃহস্থালীর। ও রকম আমি চাই না। আমি চাই তুমি আমায় ডাকো কবিতার ভাষায়। ভালবেসে ময়ূর ময়ূরীকে ডাকে যে ভাষায়, সেই ভাষায়। প্রজাপতি প্রজাপতিকে ডাকে যে ভাষায়, সেই ভাষায়। সমুদ্রের জল আকাশকে ডাকে যে ভাষায়, সেই ভাষায়।

কথা বলতে বলতে দৃষ্টি কী রকম স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেল লাবণির! কণ্ঠ কী

রকম বদলে গেল! যেন লাবণির কণ্ঠ এখন মানুষের কণ্ঠ নয়, যেন লাবণির কণ্ঠ এখন সমুদ্র জল। গভীর অন্তর্স্রোতে জলের টানে যেন মৃদু মোলায়েম জলজ শব্দে সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরে নেমে যাচ্ছে সেই জল।

দিপু মুগ্ধ হল। চোখে মুখে আশ্চর্য এক ঘোর লেগে গেল তার। অপলক চোখে লাবণির দিকে তাকিয়ে রইল সে।

গোসল করার পর লাবণি পরেছে আকাশ কিংবা সমুদ্র রঙের শাড়ি। ব্লাউজের রঙও শাড়ির মতোই। খানিক আগে তার কণ্ঠে ছিল সমুদ্রজলের শব্দ, এখন যেন তার শরীরেও অলৌকিক এক সমুদ্রকে দেখতে পেল দিপু। এখানে আসার পর, এখনও সমুদ্র দেখেনি লাবণি, শুধু সমুদ্রের শব্দ শুনেছে, সেই শব্দেই যেন সমুদ্রের অংশ হয়ে গেছে লাবণি। সমুদ্র দেখার পর হয়ত সম্পূর্ণ সমুদ্রই হয়ে যাবে সে। তার আচরণ হবে সমুদ্রজলের মতো। ঢেউয়ে ঢেউয়ে অবিরাম আছড়ে পড়বে দিপুর বুকে। দিপু হয়ে যাবে সমুদ্রতীর, বেলাভূমি।

লাবণি বলল, কী দেখছ অমন করে?

ঘোর লাগা গলায় দিপু বলল, তোমাকে। এখানে আসার পর থেকেই তোমাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। প্রথমে অতটা খেয়াল করিনি আমি, অতটা বুঝে উঠতে পারিনি। এই মুহূর্তে পারলাম। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে তুমি নিজেই যেন সমুদ্র হয়ে উঠছ।

একথায় লাবণি খুবই অবাক হল। সমুদ্র হয়ে উঠছি মানে! কী বলছ তুমি!

আসলে আমি আমার এক অনুভূতির কথা বলছি। খানিক আগে তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হল তোমার কণ্ঠস্বর যেন আর আগের মতো নেই। তোমার কণ্ঠস্বর যেন বদলে গেছে। কণ্ঠস্বরে কী রকম সমুদ্রজলের শব্দ।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। এখন তোমাকে দেখেও সমুদ্রের কথা মনে হচ্ছে আমার। তোমার শাড়ির রঙ সমুদ্রের মতো। যেন শরীরে সম্পূর্ণ সমুদ্রকে ধরে রাখতে চাইছ তুমি। তোমার চেহারায় সমুদ্রের স্নিগ্ধতা, সমুদ্রের লাবণ্য। চোখে সমুদ্রের স্বপ্ন। তোমার শ্বাসপ্রশ্বাসে যেন বইছে দূর সমুদ্রের স্নিগ্ধ মোলায়েম হাওয়া।

দিপুর কথা শুনতে শুনতে গভীর মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হল লাবণি। চেহারায়

অচেনা, আশ্চর্য এক লাবণ্য খেলা করতে লাগল তার। চোখের দৃষ্টিতে এসে ভর করল মধুময় স্বপ্ন। সমুদ্রজলের শব্দে সে বলল, হয়ত সমুদ্রকে এত ভালবাসি বলে নিজের অজান্তেই সমুদ্রের মতো হয়ে উঠছি আমি। আসলে সমুদ্রের কাছে যতদিন থাকব আমি ততদিন সমুদ্র রঙের পোশাক পরব। সমুদ্র দেখতে যাব, সমুদ্র রঙের শাড়ি পরে, সমুদ্রে নামব সমুদ্র রঙের সালোয়ার কামিজ পরে।

একথার সঙ্গে সঙ্গে দিপুর মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, সমুদ্রকন্যা লাবণী সমুদ্রে ভেসে যাবে।

মনের ভেতর থেকে কথাটি শোনার পর দিপু কী রকম দিশেহারা হয়ে গেল।

তার মনের ভেতর বসে কে বলল কথাটি!

একজনের মনের ভেতর বসে আরেকজন কেউ কি কথা বলতে পারে!

নাকি দিপু নিজেই নিজের মনের কথাটি শুনতে পেয়েছে!

কিন্তু এরকম কথা তো সে কখনও ভাবেনি!

কখনও কল্পনা করেনি।

তাহলে?

তাহলে কী করে মনের ভেতর থেকে সে শুনতে পেল, সমুদ্রকন্যা লাবণি সমুদ্রে ভেসে যাবে!

অনেকক্ষণ ধরে দিপু কোনও কথা বলছে না দেখে আলতো করে তার গালে হাত ছোঁয়াল লাবণি। কী হল?

দিপু যেন চমকাল। কী হবে?

দিপুর চমকে ওঠাটা খেয়াল করল লাবণি। ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি এমন চমকে উঠলে কেন?

কই?

হ্যাঁ আমি খেয়াল করেছি।

হতে পারে।

হতে পারে নয়, হয়েছে।

দিপু চুপ করে রইল।

লাবণি বলল, কেন চমকালে বলতো?

আমি বোধ হয় কিছু ভাবছিলাম।

কী ভাবছিলে?

দিপু কথা বলল না। তার চোখে কেমন আনমনা দৃষ্টি।

লাবণি বলল, কী হল?

কিছু না।

নিশ্চয় কিছু।

তারপরই মুখ গোমড়া করল লাবণি। আমার পাশে শুয়ে, আমাকে স্পর্শ করে কার কথা ভাবছো তুমি? কার কথা ভেবে আনমনা হচ্ছো?

কারও কথা নয়।

নিশ্চয় কারও কথা। শুনলে আমি রাগ করব এজন্য বলতে চাইছ না।

না তা নয়।

তাহলে কী?

আমি আসলে তোমার কথাটি ভাবছিলাম।

আমার কথা?

হ্যাঁ।

আমার কী কথা?

খানিক আগে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হয়েছে।

অদ্ভুত ব্যাপার আবার কী হল?

কীভাবে সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তুমি, কী ভাবে সমুদ্রে নামবে, তুমি যখন এসব কথা বলছিলে তখুনি ওই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল।

কী সেটা?

আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, সমুদ্রকন্যা লাবণি সমুদ্রে ভেসে যাবে।

যাহ্!

সত্যি। তবে কথাটা বাইরের কেউ বলেনি।

মানে?

মানে আমার মনের ভেতর বসে কেউ বলেছে।

মনের কথা লোকে কানে শুনতে পায় নাকি?

তা পায় না।

তাহলে তুমি শুনলে কী করে?

আমিও কানে শুনিনি। আমার মন শুনেছে মনের কথা।

তার মানে তোমার মনই বলেছে কথাটি।

না।

লাবণি খুবই অবাক হল। কী বলছ দিপু?

আমি ঠিকই বলছি। আমার মনের ভেতর বসে আরেকজন কেউ বলেছে কথাটি।

এমন হয় নাকি?

কী জানি! কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তো হল।

ঠিক তখুনি লাবণি তার মনের ভেতর থেকে শুনতে পেল জলের মতো নরম কোমল গভীর পুরুষালি গলায় কে যেন বলল, লাবণি, আমি জানি আমার মতো ভাল তুমি কাউকে বাস না। আমার প্রেমিকা তুমি। আমার প্রেমিকাকে আমি অন্য কারও কাছে থাকতে দেব না। তোমাকে আমি আমার বুকে জড়িয়ে নেব।

এসব কথা শুনতে শুনতে লাবণি একেবারে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল। চোখে মুখে অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য দেখা গেল তার। ব্যাপারটা খেয়াল করল দিপু। বলল কী হয়েছে লাবণি, অমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?

লাবণি অস্থির গলায় বলল, আমি বিশ্বেস করি। আমি তোমার কথা বিশ্বেস করি।

দিপু অবাক হল। মানে?

খানিক আগে তুমি যা বলেছ আমি সেকথা বিশ্বেস করি। এইমাত্র আমার মনের ভেতর থেকে আমিও একজন মানুষের, অচেনা অপরিচিত পুরুষ

মানুষের গলা শুনতে পেলাম। কথা শুনতে পেলাম। জলের মতো নরম কোমল গলা। বেশ পুরুষালি। শুনে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

কী শুনতে পেলে তুমি?

কথাগুলো বলল লাবণি। শুনে ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দিপু। তাকিয়ে থাকতে থাকতে জলে চোখ ভরে এল তার। চোখের কোল ভেঙে গাল বেয়ে নামল জল।

লাবণি অবাক হল। তুমি কাঁদছ কেন?

তোমার জন্য।

কী করেছি আমি?

আমার চেয়ে সমুদ্রকেই বেশি ভালবাস তুমি। তোমার সেই ভালবাসা অদ্ভুত এক রূপ নিয়ে ঢুকে গেছে আমাদের মনে। আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করছে। বাস্তবে না হলেও, মনের দিক দিয়ে সমুদ্রে ডুবে গেছ তুমি। আমার মন সেকথা বলছে। তোমার মন সেকথা বলছে।

গভীর মমতায় দুহাতে দিপুর মাথাটা বুকে চেপে ধরল লাবণি। আমি যদি সত্যি সত্যি কখনও সমুদ্রজলে ডুবে যাই, যদি সমুদ্রজলে ডুবে মরে যাই আমি, তবুও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। মরে গিয়েও তোমার কাছে, তোমার ভালবাসার কাছে ফিরে আসব।

এরপর ওরা দুজন আর কথা বলে না। নিবিড় ভালবাসায় দুজন দুজনকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে।

দূরের সমুদ্রজলে তখন নাইতে নেমেছে অসীম নীল আকাশ। আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানকার চিরকালীন বিরহ মুছে গেছে।